GOVERNMENT OF INDIA
NATIONAL LIBRARY, CALCUTTA.

Class No. 182. Bc.
Book No. 82. 1.

N. L. 38.
MGIPC—S1—36 LNL/60—14-9-61—50,000.

শ্রীশ্রী কামাখ্যা।

জয়তিতরাম্।

I K.92

আসাম

দেশান্তর্গত গুয়াহাটী নগর

নিবাসি শ্রীযুত হলিরাম ঢেকিয়াল

ফুক্কন বিরচিতং।

শ্রীযুত ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়েনাঙ্কিত

আসামবুরঞ্জি

অর্থাৎ।

আসাম দেশীয় ইতিহাস প্রথম ভাগ

কলিকাতা সমাচার চন্দ্রিকা যন্ত্রে

মুদ্রাঙ্কিত হইল।

সন ১২৩৬ সাল ১৭ কার্ত্তিক

1829 A.D.

RARE BOOK

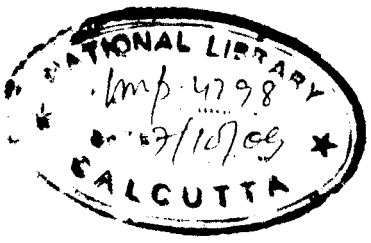

শ্রীশ্রীকামাখ্যা।

জয়তিতরাং।

অনুষ্ঠানপত্র

কলিকাতা মহানগরে ছাপাযন্ত্রের বাহুল্য হওয়াতে বিদ্যার অধিক অনুশীলন হইয়াছে এবং অনেক গুণবান ভাগ্যবান মহাশয়েরা নানা বিদ্যা বিষয়কওনানা দেশ বিবরণ পুস্তক অধিক পরিশ্রম দ্বারা শোধিত ও মুদ্রিত করিয়া অনেকের পরিশ্রম নিবারণওবিজ্ঞতাকরিতেছেন কিন্তুআসাম দেশের বিষয় বৃত্তান্তের কোন পুস্তক এপর্য্যন্ত মুদ্রিত হয় নাই আসাম কামরূপ ইত্যাদি নামে দেশ আছে ইহাই স্থূলরূপে অনেকের পরিগ্রহ আছে তাহার বার্ত্তার বিজ্ঞান দূরে থাকুক সে দেশ কিরূপ কোন [illegible] অন্য দেশীয় লোক প্রায় অনেকেই [illegible] অতএব আসামের বৃত্তান্ত [illegible]

করা আবশ্যক বিশেষতঃ এইক্ষণে আসাম দেশ ইংলণ্ডীয়াধিকৃত হওয়াতে নানা দিগ্দেশীয় লোকের গমনাগমন হইয়াছে ও হইতেছে ও হইবে কিন্তু তাঁহারা আসামের রীতি চরিত্রাদি বিষয়ে অনভিজ্ঞতাপ্রযুক্ত রাজ্যকার্য্য যদি করিতে নৈপুণ্য প্রকাশ করণে আশু ক্ষম হন না অতএব সকল লোকের উপকারার্থে আসাম বুরঞ্জি নামক গ্রন্থ অর্থাৎ আসামের ইতিহাস বর্ণন করিয়া এই পুস্তক প্রকাশ করিলাম। ইহা চারি খণ্ডে সমাপ্ত হইয়াছে ইহাতে অনেকের উপকার হওনের সম্ভাবনা।

বিশেষতঃ প্রথমতঃ। প্রথম খণ্ডে পূর্ব্বকালীন ও বর্ত্তমান রাজবৃত্তান্ত অর্থাৎ পৃথ্বীনাম পুত্র নরক রাজা অবধি ইংলণ্ডীয়াধিকারপর্য্যন্ত বর্ণন করা গেল ইহার দ্বারা ইতিহাসজিজ্ঞাসু ও আসাম দেশে বিষয় কর্ম্ম করণেচ্ছুক মহাশয়দিগের পক্ষে অধিক উপকার হইতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ ।রাজ্যশাসন অর্থাৎ রাজস্বের গ্রহণের ধারা ও আদালতের রীতিপ্রভৃতি দ্বিতীয় খণ্ডে লিখিত হইয়াছে তদ্দ্বারা তত্তৎকর্ম্মকারির দিগের উপকার আছে।

তৃতীয়তঃ । নদী ও পর্ব্বত ও লোকসংখ্যা ও রাজস্ব প্রভৃতি ও কামাখ্যাদি দেবালয়ের বিষয় বৃত্তান্ত তৃতীয় খণ্ডে লিখিয়াছি তাহাতে আসাম দেশে গমনাগমনকারিরদিগের অধিক উপকার হইবেক বুঝা যায়।

চতুর্থতঃ। উৎপন্নদ্রব্য জাতি বিভাগ রীতি ঈশ্বরারাধনাপ্রভৃতি লেখা গিয়াছে তাহাতে বাণিজ্য ব্যবসায়িরদিগের ও অন্য অন্য লোকের পক্ষে অতিশয় সপ্রয়োজনক হইবে বোধ হয় যাঁহারা উপরের লিখিত কোন বিষয়ে আকাঙ্ক্ষী না হন তাঁহারা ও এই উপকারজ্ঞান করিতে পারেন যে কাহাকে জিজ্ঞাসা না করিয়া এই দেশের বহুবিধ

বিষয় জানিতে পারিবেন অতএব বহুলোকের উপ
কারার্থে এই গ্রন্থ প্রস্তুত করাগেল অনেকেরি ইহার
দ্বারা অনেকের অনুগ্রাহ্য হইতে পারিব।

অপর এই পুস্তক যিনি গ্রহণেচ্ছুক হইবেন
তিনি বিনা মূল্যে পাইতে পারিবেন ইহার আভি
প্রায় এই যে যদ্যপি এই পুস্তক বিবিধ লোকের
উপকারক হয় তবে ইহার তুল্য মূল্য কি হইতে
পারে এবং মূল্য গ্রহণ করিলে দরিদ্রের উপকা
রক হয় না অতএব বিনা মূল্যে পুস্তক দেওয়া
যাইবেক ইতি।

শ্রীহলিরাম ঢেকিয়ালফুকন।
মলক আসাম।

শ্রীশ্রীকামাখ্যা।

জয়তিতরাং।

অনুষ্ঠানপত্র

কলিকাতা মহানগরে ছাপাযন্ত্রের বাহুল্য হওয়াতে বিদ্যার অধিক অনুশীলন হইয়াছে এবং অনেক গুণবান ভাগ্যবান মহাশয়েরা নানা বিদ্যা বিষয়ক ও নানা দেশ বিবরণ পুস্তক অধিক পরিশ্রম দ্বারা শোধিত ও মুদ্রিত করিয়া অনেকের পরিশ্রম নিবারণ ও বিজ্ঞতা করিতেছেন কিন্তু আসাম দেশের বিষয় বৃত্তান্তের কোন পুস্তক এপর্য্যন্ত মুদ্রিত হয় নাই আসাম কামরূপ ইত্যাদি নামে দেশ আছে ইহাই হু লক্ষণে অনেকের পরিগ্রহ আছে তাহার বার্ত্তার বিজ্ঞান দূরে থাকুক সে দেশ কি রূপ কোন দিগ তাহা অন্য দেশীয় লোক প্রায় অনেকেই জানেন অতএব আসামের বৃত্তান্ত পুস্তক

করা আবশ্যক বিশেষতঃ এইক্ষণে আসাম দেশ ইংলণ্ডীয়াধিকৃত হওয়াতে নানা দিগ্‌দেশীয় লোকের গমনাগমন হইয়াছে ও হইতেছে ও হইবে কিন্তু তাঁহারা আসামের রীতি চরিত্রাদি বিষয়ে অনভিজ্ঞতাপ্রযুক্ত রাজ্যকার্য্যাদি করিতে নৈপুণ্য প্রকাশ করণে আশু ক্ষম হন না অতএব সকল লোকের উপকারার্থে আসাম বুরঞ্জি নামক গ্রন্থ অর্থাৎ আসামের ইতিহাস বর্ণন করিয় এই পুস্তক প্রকাশ করিলাম। ইহা চারি খণ্ডে সমাপ্ত হইয়াছে ইহাতে অনেকের উপকার হওনের সম্ভাবনা।

বিশেষতঃ প্রথমতঃ। প্রথম খণ্ডে পূর্ব্বকালীন ও বর্ত্তমান রাজবৃত্তান্ত অর্থাৎ পৃথিবীর পুত্র নরক রাজা অবধি ইংলণ্ডীয়াধিকারপর্য্যন্ত বর্ণন করা গেল ইহার দ্বারা ইতিহাসজিজ্ঞাসু ও আসাম দেশে বিষয় কর্ম্ম করণেচ্ছুক মহাশয়েরদিগের পক্ষে অধিক উপকার হইতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ। রাজ্যশাসন অর্থাৎ রাজস্বের গ্রহণের ধারা ও আদালতের রীতিপ্রভৃতি দ্বিতীয় খণ্ডে লিখিত হইয়াছে তদ্দ্বারা তত্তৎকর্ম্মকারিরদিগের উপকার আছে।

তৃতীয়তঃ। নদী ও পর্ব্বত ও লোকসংখ্যা ও রাজস্ব প্রভৃতি ও কামাখ্যাদি দেবালয়ের বিষয় বৃত্তান্ত তৃতীয় খণ্ডে লিখিয়াছি তাহাতে আসাম দেশে গমনাগমনকারিরদিগের অধিক উপকার হইবেক বুঝা যায়।

চতুর্থতঃ। উৎপন্নদ্রব্য জাতি বিভাগ রীতি ঈশ্বরারাধনাপ্রভৃতি লেখা গিয়াছে তাহাতে বাণিজ্য ব্যবসায়িরদিগের ও অন্য অন্য লোকের পক্ষে অতিশয় সপ্রয়োজনক হইবে বোধ হয় যাঁহারা উপরের লিখিত কোন বিষয়ে আকাঙ্ক্ষা না হন তাঁহারা ও এই উপকার জ্ঞান করিতে পারেন যে কাহাকে জিজ্ঞাসা না করিয়া এই দেশের বহুবিধ

বিষয় জানিতে পারিবেন অতএব বহুলোকের উপ
কারার্থে এই গ্রন্থ প্রস্তুত করাগেল মনেকরি ইহার
দ্বারা অনেকের অনুগ্রাহ্য হইতে পারিব।

অপর এই পুস্তক যিনি গ্রহণেচ্ছুক হইবেন
তিনি বিনা মূল্যে পাইতে পারিবেন ইহার অভি
প্রায় এই যে যদ্যপি এই পুস্তক বিবিধ লোকের
উপকারক হয় তবে ইহার তুল্য মূল্য কি হইতে
পারে এবং মূল্য গ্রহণ করিলে দরিদ্রের উপকা
রক হয় না অতএব বিনা মূল্যে পুস্তক দেওয়া
যাইবেক ইতি।

শ্রীহলিরাম ঢেকিয়াল ফুকন।
মুলুক আসাম।

শ্রীশ্রী কামাখ্যা।

জয়তিতরাং।

আসাম বুরঞ্জি।

রাজ্যনিরূপণ।

আসাম দেশ যথার্থ পীঠ চতুষ্টয়াত্মক কামরূপ, তাহার সীমা শাস্ত্রে লিখে যথা হরগৌরী সংবাদে শিববাক্য।

নরকস্য পুরং রম্যং তব পীঠমনুত্তমং।
ভক্তিক্ষেত্রং পীঠরত্নং সর্ব্বকামফলপ্রদং॥
করতোয়াং সমারভ্য যাবদ্দিক্করবাসিনী।
কামরূপেতিতং লোকা গায়ন্তি গিরিনন্দিনি॥
কৃতে কর্ম্মণি সিধ্যেত কামআশু সুরেশ্বরি।
অতোমর্ত্যঃ কামরূপ মিতিরূপনকল্পয়ৎ॥
পীঠানি তস্য চত্বারি শৃণু দেবি বিভাগতঃ।
করতোয়াং সমারভ্য স্বর্ণকোষ নদাবধি।
নত্নপীঠেতি তল্লোকা গায়ন্তি গিরিনন্দিনি॥
স্বর্ণকোষং সমারভ্য যাবত্তু রূপিকানদীং।

কামপীঠমিদং প্রোক্তং লোকেত্তৎ সুরবন্দিতে ॥
কপিকান্তু সমারভ্য যাবত্তু ভৈরবীনদী ।
স্বর্ণপীঠোক্ত তল্লোকাগায়ন্তি গিরিসম্ভবে ॥
ভৈরবীন্তু সমারভ্য যাবদ্দিক্করবাসিনীং ।
সৌমারপীঠমাখ্যাতং লোকা গায়ন্তি সুন্দরি ॥

অস্যার্থঃ ।

পার্ব্বতীর প্রতি শিব কহিতেছেন, নরকরাজা অর্থাৎ নরকাসুর রাজার যে রম্য নগর সেই অত্যুত্তম পীঠ, সকল কামনার ফলদায়ক এবং ভক্তিক্ষেত্র সেই ক্ষেত্র করতোয়ানদীকে আরম্ভ করিয়া দিক্করবাসিনী অর্থাৎ দিক্করনদীপর্য্যন্ত । দিক্করবাসিনী শব্দের অর্থান্তর ব্যাখ্যা করা যায়,

। দিক্করস্তরুণঃ প্রোক্তো দিক্করশ্চ সদাশিবঃ ।

দিক্করে শিবে বসতীতি দিক্করবাসিনী ভগবতী দিক্কর মহাদেবে বাসকারিণী ভগবতী অর্থাৎ সদীয়ানামক স্থানে ভগবতীর মুখ আছে । মুখং পূর্ণ গিরৌ খ্যাতং ৷ কামরূপপ্রান্তভাগে পূর্ণগিরি বলিয়া শাস্ত্রান্তরে লিখে এবং আসাম দেশে ঐ

পর্য্যন্ত প্রসিদ্ধ ঐ দেব্যালয়কে কেঁচাইখাঁইতি লো
কানি, ভারতবর্ষের মধ্যে একারণ এই অর্থই মনোরম
বোধ হয় কিন্তু দিক্ক নদীহইতে নদীয়া আধ
দূর নহে একারণ নদীয়াপর্য্যন্তই কামরূপ পদ
বাচ্য স্থির করা গেল। ইহার মধ্যে বচনান্তরদ্বারা
শত যোজন নিরূপিত হইয়াছে। এই স্থানে কর্ম্ম
করিলে শীঘ্র কামনাসিদ্ধি হয় অতএব কামরূপ
ইহার নাম হইয়াছে। এই কামরূপ চারি পীঠে
বিভক্ত। করতোয়ানদী অবধি শোণকোষ নদ
পর্য্যন্ত রত্নপীঠ ১। তৎপরাবধি কপিলানদী
পর্য্যন্ত কামপীঠ। ২। অপর ভৈরবীনদী পর্য্যন্ত
স্বর্ণপীঠ ৩। অনন্তর দিক্করবাসিনীপর্য্যন্ত সৌমার
পীঠ। ৪। এই চতুঃসীমা বদ্ধ কামরূপ ছিল।
পরে কালক্রমে ঐ সীমার অনেক ব্যত্যয় হইয়াছে
তাহা ক্রমে ব্যক্ত করিব সংপ্রতি এই পীঠচতুষ্টয়া
ত্মক কামরূপের শাসনকর্ত্তা যেং রাজা হইয়াছি
লেন তাঁহারদিগের বিবরণ লিখিতেছি। ইতি—

রাজবিবরণ।

এই কামরূপে প্রথম ব্রহ্মার পুত্র নরকাসুর দানব রাজা হইয়াছিলেন তাঁহার রাজধানী গুয়াহাটীর অগ্নিকোণে দুই ক্রোশ অন্তরে মৈরোকা নামে পর্ব্বত আছে তাহাতে ছিল। পরে তাঁহার পুত্র হাটকাসুর তৎপুত্র শম্বরাসুর তদাত্মজ রত্নাসুর এই চারি জন ক্রমে রাজা হন এই সকল রাজার এতাবন্মাত্র স্থূল বিবরণ পাওয়া যায় অন্য কোন বিশেষ পাওয়া যায় না। পরে শ্রীবিষ্ণু ঐরত্নাসুরকে বধ করিয়া নরকাসুরকে রাজা করেন তাহার স্থূল বিবরণ লিখিতেছি।

পুরায় মহার্ণবনগ্নমেদিনী সমুদ্ধরণ নিমিত্ত ভগবান্ আদি বরাহরূপ ধারণ করিয়া ঋতুমতী বসুমতীকে রমণ করাতে তদ্বীর্য্য ভূমিরগর্ভে আধান হইয়াছিল ঐবীর্য্য অনেককাল বসুমতীরগর্ভে থাকার বৃত্তান্ত ভগবন্নিকটে বিজ্ঞাপন করাতে তিনি জনক রাজার যজ্ঞভূমিতে পুত্রপ্রসব করিয়া রাখিবার আজ্ঞা দিয়া ঐ বালককে পালন করিতে জনক

রাজাকে আদেশ করিলেন। রাজা যজ্ঞভূমিতে নরের মস্তকে সুপ্ত বালক প্রাপ্ত হইয়া স্বগৃহে লইয়া গেলেন এবং নরস্য, কে, মস্তকে, শেতে ইতি নরকঃ অর্থাৎ নরের মস্তকে সুপ্ত বালক প্রাপ্ত হইলেন তৎপ্রযুক্ত নরকাসুরনাম রাখিলেন। কালক্রমে ঐবালক বর্দ্ধিষ্ণু হইলে রাজমহিষী তাঁহাকে আত্মগর্ভজাত সকল বালকহইতে অধিক পরাক্রমবিশিষ্ট দেখিয়া চিন্তিতা হইলেন। ইহাতে রাজা ঐ দেবসঙ্কেত বিজ্ঞাপন করাইলেন। গুপ্ত দেবসঙ্কেত ব্যক্তকরাতে, ভগবান্ ক্রুদ্ধহইয়া আত্মবালককে রাজগৃহহইতে লইয়া প্রাগ্‌জ্যোতিঃপুরে অর্থাৎ গুয়াহাটীতে রাজাকরিলেন। ঐ নরকরাজা মহাপরাক্রান্ত হইয়া জগৎকে উপতাপিত করাতে তাহাকে শ্রীকৃষ্ণ বধ করিয়া তৎকর্ত্তৃক সংগৃহীত ষোড়শ সহস্র রাজকন্যা বিবাহ করিলেন। ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে লিখিত আছে এনিমিত্তে লিখনানাবশ্যকতা ॥ ॥

পরে কলির আদিতে ঐ নরকের পুত্র মহীনপ্তা ভগদত্ত রাজা হইয়া গৌরীশ্বরকে সমারাধনা

করিয়া চতুঃপীঠ কামরূপ মধ্যে ১০০ বৎসর
পালন করিয়া কৌরবের যুদ্ধযজ্ঞে প্রাণত্যাগ করি
লেন তাঁহার বৃত্তান্ত মহাভারতে বর্ণিত আছে
তৎপ্রযুক্ত লিখা অপ্রয়োজনক।

পরে তাঁহার পুত্র ধর্ম্মপাল রাজা হইয়া কামরূপ
প্রতিপালন করিতে লাগিলেন এবং কান্যকুব্জাদি
দেশহইতে উত্তম ব্রাহ্মণ আনাইয়া অনেক যজ্ঞ
করিলেন আরো তিনি দীর্ঘ সন্ততি কামনা করিয়া
সপ্তশতিকাখ্য স্তোত্র ও দেবীসূক্ত প্রভৃতি পাঠ
করাইয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্ব ১২৫ বৎসর।
পরে তৎপুত্র কামপাল১, ও তৎপুত্র পৃথ্বীপাল১,
ক্রমেতে ১০৫ বৎসর করিয়া রাজত্ব করেন।
তাহার পরেও নরক বংশীয় কএকজন রাজা হইয়া
ছিলেন তাঁহারদিগের সকল নামের নির্ণয় পাওয়া
যায় না পরন্তু প্রত্যেকের ৩০০ বৎসর রাজত্ব
এইমাত্র শুনা পাওয়াযায়। পরে ভীষ্মশঙ্ক মাধবনামে
একজন রাজা হইয়াছিলেন। তৎপুত্র লক্ষ্মীপাল
রাজা হইয়া করতোয়ার পশ্চিম গৌড়দেশ কতক

আক্রমণ করত ৺ গঙ্গাতীরে গিয়া ব্রাহ্মণদ্বারা লক্ষ শ্রীসূর্য্যের মন্ত্র জপ করাইয়া সুবাহু নামে পুত্রপ্রাপ্ত হইলেন। তিনি ৭৪ বৎসর রাজত্ব করিয়া আপন পুত্র সুবাহুকে যুবা দেখিয়া প্রজাপালন নিমিত্ত অভিষেক করিয়া তপস্যার কারণ নীলাচল পর্ব্বতে মনোভবাশ্রমমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

সুবাহু সিংহাসনোপবিষ্ট হইয়া রাজত্ব করিতে লাগিলেন তৎকালীন রাজা বিক্রমাদিত্য অশ্বমেধ করিতে মনোগত করিয়া অশ্বমোচন করিয়াছিলেন ঐঘোটক প্রাগ্জ্যোতিঃপুরে প্রবিষ্ট হওয়াতে সুবাহু আপন মদদ্বারা দৃপ্ত হইয়া হয়রক্ষকেরদিগকে পরাভব করিয়া স্বগৃহে ঘোটক রাখিয়া তদ্দ্বারা বাজিমেধ করিবে ইচ্ছুক হইলেন। রাজা বিক্রমাদিত্য তৎশ্রবণে ক্রুদ্ধ হইয়া অনেক সৈন্যসামন্ত সমভিব্যাহারে প্রাগ্জ্যোতিঃপুর আক্রমণ করিয়া সুবাহুর সহিত মহাযুদ্ধ করত আপন ঘোটক লইয়া গেলেন। রাজা সুবাহু বিক্রমাদিত্যকর্ত্তৃক পরাভূত হওয়াতে অত্যন্ত লজ্জাবিষ্ট হইয়া পুত্র

দ্বারা প্রেরিত হিমালয়ে তপস্যার্থে গমন করিলেন। এপর্য্যন্ত নরক বংশীয়ের রাজত্ব সমাপন হইল এতদ্বংশীয় একবিংশতি জন রাজা হয় এমত লিখিত আছে সুবাহুরাজা তপস্যার্থে গমন করিলে সুমতি নামে তাঁহার মন্ত্রী কথক দিবস পর্য্যন্ত রাজ্যশাসন করিয়া ছিলেন পরে দ্রাবিড় দেশীয় ক্ষত্রিয় জাতীয়ের রাজত্ব হইল তাহার সংক্ষেপ বিবরণ লিখিব।

দ্রাবিড় দেশীয় জিতারি নামে ক্ষত্রিয় বালক তীর্থযাত্রা প্রসঙ্গে কামরূপ পর্য্যটন করিতে আসিয়া কপিলেশ্বর মহাতীর্থে পঞ্চবিংশতি দিবস পর্য্যন্ত অবস্থিতি করিয়া ৺ হয়গ্রীবদেবের একাক্ষর মন্ত্র লক্ষ জপ করণান্তর ৺ কামাখ্যা দর্শন নিমিত্তে আগত হইয়া তদ্দর্শনান্তে অশ্বক্রান্তে গিয়া মহাযজ্ঞ করিয়া পোহস্ত পর্ব্বতে একরাজধানী করিয়া ছিলেন এবং লৌহিত্য অর্থাৎ ব্রহ্মপুত্র নদের উত্তরে কুবেরাদ্রি অর্থাৎ কুঞ্জহাটিনামে পর্ব্বতে প্রধান রাজধানী করিলেন এ কুঞ্জহাটি

পৰ্ব্বত গুয়াহাটীর বায়ব্যে চারিক্রোশ অন্তরে হইবেক ঐ জিতারি মহাদেবকে আরাধনা করিয়া চতুঃপীঠাত্মক কামরূপের রাজা হইলেন তিনি অত্যন্ত ধার্ম্মিক ছিলেন গৌড়দেশহইতে অনেক ব্রাহ্মণ ও অন্য২ জাতি আনাইয়া বসতি করাইয়া ধর্ম্মতঃ রাজ্যপালন করিয়া ছিলেন এ কারণ ধর্ম্ম পালনামে খ্যাত হইলেন। তাঁহার কীর্ত্তির মধ্যে মেচে সুয়ালকুচির বাসত্তরিয়া ব্রাহ্মণদিগকে দত্ত ব্রহ্মত্রের প্রমাণ এক তাম্রপত্রিকা পাওয়া গিয়াছে ঐ পত্রিকা নাগরাক্ষরে লিখিত কিন্তু অনেক দিনের লেখা প্রযুক্ত প্রায় অক্ষর পাঠকরা যায়না।

পরে তাঁহার পুত্র শতানীক দিবাকরকে সমারাধনা করিয়া তদীয় কবচ ধারণ প্রভাবেতে কামরূপ বশীভূতকরিয়া রাজা হইলেন এবং তিনি রত্নপালনামে খ্যাত হইলেন।করতোয়ার পশ্চিমে ঘোটকাচলের পূর্ব্বে গৌড়েশ্বরেরদিগের সহিত যুদ্ধকরিয়া শ্রীসূর্য্যের কবচ প্রভাবেতে জয়ী হইয়া

তিনি কর্ত্তৃক গৌড়ভূমি আক্রমণ করিয়া ছিলেন।

পরে তৎপুত্র সোমপাল রাজা হইয়া লৌহিত্যের উত্তরে বিশ্বনাথক্ষেত্রের কন্যকাপুরে নগর করিয়া রাজধানী করিলেন। পরে তাঁহারদের পুত্রপরম্পরা ক্রমে ৮ জন রাজা হইয়া রাজ্য পুতিপালন করিয়া ছিলেন ঐ পর্য্যন্ত ক্ষত্রিয় জাতির রাজত্বের বিরতি হইল ইহার পর ব্রহ্মপুত্রের সন্তানের রাজত্ব লিখিব।

পূর্ব্বোক্ত কন্যকাপুরস্থ জিতারিবংশায় রামচন্দ্র নামক এক রাজা ছিলেন তাঁহার চন্দ্রপ্রভানাম্নী ভার্য্যা এক দিবস ব্রহ্ম পুত্রের জলে স্নানার্থে গমন করিয়া স্নানাবগাহন জলাপানাদি ... নানাক্রীড়ারা রাজ্ঞিতা হইয়া ঐ নদের পুলিনে সখীগণের সহিত হর্ষিতা হইয়া পর্য্যটন করতে ছিলেন। ঐ সুন্দরী পদ্মিনী স্ত্রী অবলোকনে ব্রহ্মপুত্র ক্ষুব্ধ হইয়া মহোর্ম্মিদ্বারা হঠাৎ পুলিন আপ্লাবন করিয়া সুন্দরীকে জলমধ্যে নিলেন। পরে তাঁহার সহিত ব্রহ্মপুত্রের সম্ভোগ হওয়াতে বীর্য্যে গর্ভোৎপাদনে

পুত্র জন্মিল তিনি দেববীর্য্যজাত মহাবল পরাক্রম বিশিষ্ট হইয়া কমতেশ্বরকে নিরাকরণ করিয়া সেস্থানের আধিপত্য করিয়া ছিলেন। আরো তিনি অজ্ঞাতরূপে আপন জননীর পূর্ব্ব পতি রামচন্দ্রকে বধ করিয়া রত্নপীঠকে সমাশ্রয় করত রাজা হইয়া সৌমারপীঠও স্বাধীন করিয়া লৌহিত্যের উত্তরে বিশ্বনাথক্ষেত্রে বসতি করিলেন ঐস্থানে বিশ্বনাথনামক মহালিঙ্গ আছেন অদ্যাপিও প্রসিদ্ধ বিশ্বনাথ ক্ষেত্র। রাজা শশাঙ্ক বিশ্বনাথকে আরাধনা করিয়া চতুঃপীঠ কামরূপের কর্ত্তা হইলেন তাঁহাকে আরিমত্ত রাজা কহে তাঁহার কীর্ত্তির মধ্যে কামরূপে এক বৃহৎ গড় আছে তাহা নির্ম্মাণ করণ সময়ে অনেক কীটের উপদ্রব হইয়াছিল তাহা এক বৈদ্য কর্ত্তৃক উপশম হওয়াতে বৈদ্যগড়নামে সেই গড় প্রসিদ্ধ হইল অদ্যাপিও তাহা প্রসিদ্ধ আছে। কালান্তরে কমতেশ্বরবংশীয় ফেঙ্গুয়ানামে এক জন রাজা আসিয়া আরিমত্তের সহিত যুদ্ধ

করিয়া কোন [illegible] জয়ী হইতে নাপারিয়া রাজ মহিষী হিরার সহিত যোগ করিয়া বারুদেতে অগ্নি সংযোগ করাতে বন্দুকের শব্দ নাহওয়াতে রাজা আপন বিপদ পাইয়া কাউরবাহিনামক পর্ব্বতহইতে উল্লঙ্ঘন করিয়া লৌহিত্যের জলে পতিত হইয়া যমসদনে গমন করিলেন ।

ঐ ফেঙ্গুয়া রাজা হইয়া কিছু কাল ছিল তাহার নগর গুয়াহাটী হইতে সাড়ে দিবসের পথে ছিল। ঐস্থানকে অদ্যাপিও ফেঙ্গুয়ারগড় কহে ।

পরে ভস্মরপালে আরিমত্তের পুত্র গজাঙ্ক রাজা হইয়া ছিলেন পরে তৎপুত্র শুক্রাঙ্ক, তৎপরে মৃগাঙ্ক, ক্রমে রাজাহন। তাঁহারদেগের রাজত্ব ১১৫৩ অবধি ১৪০০ শক পর্য্যন্ত ২৪৭ বৎসর লেখা যায় ঐ মৃগাঙ্ক রাজা নিঃ সন্তান ছিলেন নির্দ্দিষ্ট ব্রাহ্মণী গমন করাতে ক্ষয়রোগী হইয়া মৃত্যুপ্রাপ্ত হইলেন বাস্তবিক কামরূপের সম্রাট রাজার এই পর্য্যন্ত সমাপ্তি হইল তৎপরে এই কামরূপ নানা মণ্ডলে বিভক্ত হইয়া [illegible] রাজপুত্র নানা

রাজাধীন হইল তাঁহারদের মধ্যে প্রধান যিনি ২ রাজা হইয়া ছিলেন তাঁহারদের বিবরণ প্রামাণিক লোকদ্বারা যাহা অবগত হওয়াগেল তাহা লিখিব।

ঐ মৃগাঙ্ক রাজার মরণান্তে বারভুঁয়ার অধিকার হইল অর্থাৎ অরাজকপ্রায় হওয়াতে এতদ্দেশীয় প্রধান বারজন লোকে এতদ্দেশ দ্বাদশধা বিভাগ করিয়া কতকদিবস উপভোগ করিয়াছিল। কতক কালপরে গৌড়দেশের বাদশাহ হুসেনশাহার জামাতা নওয়াব দুলালগাজীনামক একজন কোন কারণ নিমিত্ত মক্কা যাওয়া আবশ্যক হওয়াতে তিনি মক্কা গিয়া কামরূপে আসিয়া কামরূপ অধিকার করিয়া এইখানেই ওয়াফা হন তাঁহার কবর গুয়াহাটীতে লোহিত্য অর্থাৎ ব্রহ্মপুত্র নদের উত্তর পারে আছে।

পরে তৎ পুত্র মসন্দর গাজী এই দেশের অধিকারী হইয়াছিলেন তাঁহার রাজধানী অশ্বক্রান্তের উত্তরে ছিল।

পরে তাঁহার মরণান্তে সুলতান গয়াসুদ্দিন গৌড় হইতে আসিয়া এতদ্দেশ আক্রমণ করিয়া শাসন করিয়া ছিলেন আরো তিনি হিন্দুর অনেক দেবালয় নষ্ট করিয়া হাজোহত্যের উত্তর গরুড়াচল পর্ব্বতে মৃত্যুপ্রাপ্ত হন তাঁহার যে কবর আছে তা লোকে পাঁচপীর কহে। অদ্যাপি তাঁহার পীরপাল মৃত্তিকা অনেক আছে। ঐ পর্ব্বত বারভূঞের নিকট প্রখ্যাত তাঁহার মরণান্তে পুনর্ব্বার বারভুঞার অধিকার হইল।

পরে বণিকশাকাদারা মহাদেব হাজিয়ামণ্ডলনামে কোচ, পার্ব্বতী হীরা নাম্নী কুবাটী হইয়া চিকনাই পর্ব্বতে জন্ম গ্রহণ করিয়া ছিলেন। এই ইহাহইতে বিশুনামে পুত্র জন্মিয়াছিল তিনি বিশ্বসিংহ নামে খ্যাত হইয়া বেহার রাজ্যের অধিকার করিয়াছি লেন। ইহার পূর্ব্বে বেহার কমতেশ্বরের অধিকার ছিল। তাহাকে নিরাকরণ করিয়া বিশ্বসিংহ রাজা হইয়া ছিলেন ঐ বিশ্বসিংহ লোকাররূপীর সর্ব্বাণ উজানআসাম অধিকার করিতে সুযোগ পাই ছেন

তৎ পুত্র নরনারায়ণ সিংহাসনোপবিষ্ট হইয়া বেহার ও কামরূপের রাজা হইলেন তাঁহার কীর্ত্তি তদ্বংশীয় শ্রীযুতরাজা হরেন্দ্রনারায়ণদ্বারা সর্ব্বত্র ব্যাপ্তা আছে এই প্রযুক্ত লেখা গেল না। ঐ নরনারায়ণ রাজা পুরুষোত্তমশর্ম্মদ্বারা রত্নমালা নামে ব্যাকরণ রচনা করিয়াছিলেন ঐ ব্যাকরণ বিদ্যার্থিদিগের অত্যুপকারক হইয়াছে এইক্ষণে কামরূপ সীমায় সর্ব্বত্র প্রচলিত আছে। আরো তিনি কালাপাহাড়কর্ত্তৃক ভগ্ন শ্রীশ্রী কামাখ্যার অর্দ্ধমন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া ছিলেন অদ্যাপিও ঐমন্দিরের অর্দ্ধেক শিলাময় ও অর্দ্ধেক ইষ্টকময় ঐ নরনারায়ণ রাজার ভ্রাতা যুবরাজ শুক্লধ্বজ চিলারায়নামে প্রখ্যাত ছিলেন রাজা নরনারায়ণ অপুত্রকত্ব প্রযুক্ত শুক্লধ্বজাত্মজ রঘুদেবকে পোষ্যপুত্র করিয়া ছিলেন পরে দৈবাৎ লক্ষ্মীনারায়ণনামে তাহার পুত্র জন্মিবাতে রঘুদেব শঙ্কিতচিত্ত হইয়া কামরূপে গেলেন। এবং রাজা নরনারায়ণ কর্ত্তৃক বারম্বার আহূত হওয়াতেও রাজসন্নিধানে আসিলেন না।

অগত্যা রাজা বিরক্ত হইয়া সোণকোষ নদঅবধি রাজ্য বিভাগ করিয়া দিলেন তদবধি রঘুদেব ও লক্ষ্মীনারায়ণ পৃথক২ রাজা হইলেন। কিন্তু নরনারায়ণের মরণান্তে উভয়ের মতেতে কলহহইত রঘুদেবের পুত্র পরীক্ষিতনারায়ণঐরূপ বিবাদ করাতে লক্ষ্মীনারায়ণ আরঙ্গজেব পাতশাহের নিকট বিচারার্থী হওয়াতে তৎপ্রেরিত সৈন্যকর্তৃক পরীক্ষিত নারায়ণ ধৃতহওয়াতে তদ্ভ্রাতা বলিনারায়ণপ্রভৃতি সৌমারেশ্বর ইন্দ্রবংশীয় স্বর্গদেবরাজার শরণাপন্ন হইলেন তদবধি ইন্দ্রবংশীয়েরদিগের কামরূপাধিকার হইল তাহার বিবরণ তৎপুস্তকে লিখিব। সম্প্রতি সৌমারপীঠের অর্থাৎ উজানি আসামের রাজবিবরণ লিখি।

॥ বারভূঞার অধিকার অবধি সৌমারেতে বর্নি মণ্ডলে বিভক্তহইয়া অধিকার ছিল। বিশেষত লৌহিত্যের উত্তরপারে ঈশানকোণে নদিয়া অঞ্চলে চুটিয়াল রাজার অধিকার ছিল। তাহার কর্তৃক [illegible] প্রভৃতি নানা পর্ব্বতীয়

জাতি কর্ত্তৃক অধিকৃত ছিল এবং গৌড় বাদশাহের পুত্র তুরবকনামক এক জন রটানদী অবধি চারি দ্বার প্রভৃতি কতক স্থান আক্রমণ করিয়াছিলেন। দক্ষিণপারে অগ্নিকোণে ননাহীমরান তাহার পশ্চিমভাগাবধি হেরম্বেশ্বরের অধীন ছিল এবং কিয়ৎ প্রান্ত ভাগ নগাপ্রভৃতি নানা পর্ব্বতীয় জাতি কর্ত্তৃক অধিকৃত ছিল। পরে ইন্দ্রবংশীয়েরা যেপ্রকারে ঐ সকলকে নিরাকরণ করিয়া স্বাধীন করিলেন তাহা ক্রমে ব্যক্ত করিব সম্প্রতি কুবেরবংশীয় সদিয়ার রাজার বিবরণ সংক্ষেপে লিখি।

সুবনসিরী নদীর নিকট স্বর্ণগিরি পর্ব্বতে মাটিঘর ছুটিয়া ছিল তাহারদিগের কেহ রাজা ছিলনা কেবল বিহবরনামেএকজন প্রধান ছুটিয়া ছিল সে অপুত্রকত্ব প্রযুক্ত কুবেরকে আরাধনা করিত এক দিবস কুবের রূপবতী নাম্নী তাহার ভার্য্যাকে পিত্রালয়ে গমন কালে কোন বৃক্ষতলে পতিবেশ ধারণপূর্ব্বক সম্ভোগ করিলেন। তৎপতি স্বস্ত্রীর

নামে আপনাকে খ্যাত করিয়া রত্নপুরনামক নগর করিয়া বসতি করিলেন। পরে ব্যাঘ্রপালনামক রাজার সহিত যুদ্ধ হওয়াতে ঐ রত্নধ্বজপালরাজা দে নিজ সম্ভাব এমত কুবেরকর্ত্তৃক স্বপ্নাদেশ হওয়াতে তিনি যুদ্ধ না করিয়া রত্নেশ্বরী নাম্নী আত্মদুহিতাকে দিয়া সন্ধি করিলেন। ঐ স্ত্রীর গর্ভে যে পুত্রজন্মিল তাহার নাম বিজয়ধ্বজপাল রাখিলেন ঐ পুত্রের উপযুক্ত কন্যা না পাইয়া কমতেশ্বরের কন্যার সহিত সম্বন্ধ করিতে ইচ্ছুক হইয়া দূত প্রেরণ করাতে কমতেশ্বর প্রতিজ্ঞাত হইয়া কহিলেন যে যদ্যপি কন্যা লইতেপারেন তবে দেওয়া যাইবেক। রত্নধ্বজপাল তাহা শুনিয়া আত্মবিক্রম প্রকাশার্থে সুরঙ্গপথ কাটিয়া একটা বিস্তীর্ণ পথ প্রস্তুত করিয়া বিজয়ের মন্ত্রী সমভিব্যাহারে কমতেশ্বরের নগরোপান্তে পঁহুছিলেন। কমতেশ্বর এই দুর্গম পথ নির্ম্মাণরূপ অদ্ভুতকর্ম্ম দেখিয়া কন্যা স্বীকৃতা করিয়া বিবাহ দিলেন পরে রত্নধ্বজপাল গৌড়ের বাদশাহের সহিত বিজয়নৈ ত্রী

বাঞ্ছা করিয়া আপন মন্ত্রিকে প্রেরণ করাতে পর স্পর মন্ত্রি প্রেরণদ্বারা মিত্রতা হইল তদন্তে রাজা আপন রাজধানীতে গেলেন তদবধি উভ য়েই স্বস্বদেশোদ্ভব উত্তম ২ দ্রব্য উপঢৌকন প্রেরণ করিতে ছিলেন।

এক সময় গৌড়ের বাদশাহজাদা রত্নধ্বজের নিকট আসিয়াছিলেন তাহাতে বহুমানপুরঃসর গ্রহণ করত অনেক২ দ্রব্য দিয়া বিদায় দিলেন। তদন্তে রত্নধ্বজ আত্মপুত্রকে বাদশাহের নিকট প্রেরণ করিলেন। ঐ রাজপুত্র বাদশাহের নিকট গিয়া দৈবাৎ কালায়ত্ত প্রযুক্ত সে স্থানে মৃত্যুপ্রাপ্ত হইলেন বাদশাহ তাঁহারদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ানভিজ্ঞ তাপ্রযুক্ত ঐ শব তাহার পিতার নিকট পাঠাইয়া দিলেন তৎকালীন রাজা রত্নধ্বজপাল সিদ্ধ ক্ষেত্রে বসতি করার কারণ এক নগর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন ঐ নূতন নগরে প্রবেশ কালে শব লইয়া বাদশাহের লোক পঁহুছিল একারণ ঐ নগ

রের নাম সদিয়া হইল অদ্যাপিও ঐ স্থানকে সদিয়া কহে।

ঐ রত্নধ্বজপালের যে পুত্র বিজয়ধ্বজপাল ছিলেন তৎপুত্র বিক্রমধ্বজপাল রাজা হইলেন। পরে তৎপুত্রপরম্পরারূপে গরুড়ধ্বজপাল ও হংসধ্বজ পাল ও ময়ূরধ্বজপাল ও জয়ধ্বজপাল ও ধর্ম্মধ্বজ পাল ও কর্ম্মধ্বজপাল এই নয়জন রাজা হন।

ঐ কর্ম্মধ্বজপাল অপুত্রকত্বপ্রযুক্ত পুত্রকামনা করিয়া দেবতাসাধনা করাতে পুত্র না হইয়া পুত্রী একটি জন্মিল। দেবতা সাধনদ্বারা কন্যা পাইলেন একারণ সাধনী নামে ঐ কন্যা খ্যাতা হইলেন।

ঐ কন্যা যুবতী হওয়াতে রাজা বিবাহ নিমিত্ত চেষ্টিত ছিলেন ইতোমধ্যে এক দিবস বৃক্ষোপরি কর্কট একটা উপবিষ্ট ছিল। রাজা কহিলেন যে এই কর্কটকে যে ব্যক্তি কাণ্ড অর্থাৎ বাণদ্বারা বধ করিবেক তাহাকে কন্যা বিবাহ দিব তাহাতে সামান্য এক জন ছুটিয়া

তৎকর্ম্ম সম্পন্ন করাতে রাজা সত্যবাগ্বদ্ধ হইয়া বিবাহ দিতে উদ্যত হইলেন। কন্যা তাহাতে অসম্মতা হওয়াতে রাজা কহিলেন যে তাহাতে ক্ষতি কি আমার প্রসাদাৎ কি না হইতে পারে। পরে কন্যা কহিলেক যে আমি যাহা চাহিব তাহা দিবা। রাজা তাহাতেও স্বীকৃত হইলে সম্প্রদানানন্তর কন্যা স্বর্ণসিন্দুক হিতে কুবেরদত্ত বিড়াল চাহিলেক। রাজা সত্যবাগ্বদ্ধ হইয়া অগত্যা তাহা দিলেন কিন্তু তৎক্ষণাৎ হতরাজ্য হইলেন। কন্যা সিন্দুক হাতে করিবা মাত্র বিড়াল অদৃশ্য হইল। তদর্থে কন্যা ক্রন্দন পরায়ণা হওয়াতে তৎপতি সান্ত্বনা করিয়া নূতন স্বর্ণ বিড়াল নির্ম্মাণ করিয়া দিলেক। রাজা হতশ্রী হইয়া মন্ত্রিসমভিব্যাহারে বনপ্রবেশ করিলেন। রাজজামাতা সিংহাসনোপবিষ্ট হইয়া নীতিশাস্ত্রানুসারে খ্যাত হইলেন। এবং পূর্ব্ব রাজপাত্র পাত্র সকলকে দূর করিলে নূতন ছিল। তদ্রূপ মন্ত্রিপদে পুনরায় নিযুক্ত করিলেন। সেইরূপে

বিচার না করিয়া প্রাণিকে দণ্ড করিতে লাগিলেন এ নিমিত্ত রাজ্যেতে তাঁহার নাম নীতিপাল না হইয়া অনীতিপাল খ্যাত হইল। আরো তিনি রাজ্যচর্চ্চা পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বদা মৃগয়া নিরত হইলেন তাহাতে ইন্দ্রুবংশীয় স্বর্গরাজ পক্ষীয় ফ্রাচেং মুনবড়গোহাঞিনামক সেনাপতি ঐ রাজাকে বধ করিয়া রাজ্য গ্রহণ করিলেন। তদবধি ছুটিয়ার রাজত্ব সমাপন হইয়া তদ্রাজ্য ইন্দ্রুবংশীয়েরদের রাজ্যান্তঃপাতি হইল। ইদানী ঐ ছুটিয়ার রাজার সন্তান আছে। কিন্তু তাহারা সাধারণ লোকের শ্রেণিতে গণিত হইয়াছে।

দক্ষিণ পারে বরাহিং মরান প্রভৃতি যে সকল অধিপতি ছিল তন্মধ্যে হেরম্বেশ্বর প্রধান ছিলেন অতএব তদ্বিবরণ সংক্ষেপে লিখিতেছি। কচারি রাজা পূর্ব্বে ভীমসেনের বীর্য্যে হিড়ম্বীর গর্ভজাত ঘটোৎকচের সন্তান ছিলেন। পরে বীরহাস রাজা অবধি তাঁহার বংশের রাজত্ব

সনাপন হইয়া অন্য রাজ্যাধিকার হইল তাহার বিবরণ লিখিতেছি।

এক জন সাধারণ কচারিণী পতিপুত্র কামনা করিয়া এক মাস দেওহাঁকারি ছিল, অর্থাৎ দেবতা পূজা করিয়াছিল। তাহাতে মহাদেব তুষ্ট হইয়া রাত্রে প্রত্যাদেশ করিলেন যে কল্য তোমার গৃহে যে ব্যক্তি আসিবেক তাহার সহিত বাস করিলে রাজযোগ্য পুত্র হইবেক। পরে এক জন কচারি দিবাতে আসিবাতে মৎস্যাহারি কুকুরা, অর্থাৎ মৎস্য শূকর কুক্কুট প্রভৃতি ভোজনদ্বারা সন্তুষ্ট করাইয়া পরস্পর কথোপকথনানন্তর উভয়ে দাম্পত্যরূপে বাস করিলেন। কালক্রমে উভয়ের সংযোগ হওয়াতে এক বালক জন্মিল সেই দিবসাবধি বীরহাসরাজার নগরে অনেক উৎপাত হইতে লাগিল এবং বাদ্যভাণ্ড কিছু বাজেনা তাহাতে রাজা ব্যগ্রচিত্ত হওয়াতে মহাদেব প্রত্যাদেশ করিলেন যে যাহার গৃহে বাদ্য বাজি

রেক সে রাজা হইবে তুমি তাহার মন্ত্রী হইয়া থাকিবা। তদনুসারেরাজা সকল গৃহে বাদ্য বাজাইতে আজ্ঞা করিলেন এবং শুক্ল হস্তী ও দেও কুকুরা অর্থাৎদৈবকুক্কুট অগ্রভাগে লইবার আজ্ঞা করিলেন। তদ্রূপ করাতে ঐ দেওধাঁইর অর্থাৎ দেবপূজাকর্ত্রীর গৃহে বাদ্যহওয়াতে রাজার নিকটে সমাচার দিলেন। কিন্তু তৎকালে ঐ দম্পতী ভীত হইয়া দেওধাঁইর ভগিনীর বাটী হামখোলা ডম পর্ব্বতে গমন করত বনমধ্যে এক বৃক্ষের নীচে বিশ্রাম করিয়াছিল। তৎকালে কচারিণী তৃষার্ত্তা হইয়া কচারিহস্তে বালক সমর্পণ করিয়া জল পানার্থে গমন করাতে কচারি অন্তর্হিত হইল। কচারিণী পতিরঅদর্শনে খিন্না হইয়া বালকসমেত বন্যফল মূলভোজন করত সেই স্থানে রহিল। এ দিগে রাজকীয় লোকেরা দম্পতীকে পলায়িতত্ব প্রযুক্ত না দেখিয়া রাজার নিকট বিজ্ঞাপন করিল তাহাতে রাজা সর্ব্বত্র বাদ্যোদ্যম করার আজ্ঞা

দিলেন তদ্রূপ করাতে বনমধ্যে বাদ্য হওয়াতে শুণ্ড হস্তীর স্কন্ধোপরি ঐ বালককে আরোহণ করাইয়া রাজগৃহে লইয়াগেলারাজা বালকপ্রতিপালন করিয়া কালক্রমে সে যুবাহওয়াতে আপন কন্যাকে বিবাহ দিয়া রাজ্যাভিষেক করিয়া বিচারপতিফা নাম দিলেনএবং কহিলেনযে অদ্যাবধি তোমার পুত্রপরম্পারা রাজা হইবেক আমার পুত্রপরম্পারা মন্ত্রী হইবেক কিন্তু আমারউপর অত্যাচার করিবানা এইরূপ উভয়ে সেব্যসেবকতা ভাবে রাজ্য পালন করিতে লাগিলেন। ঐ বিচারপতিফা মহাবলপরাক্রম বিশিষ্ট হইয়া অনেক রাজ্য বশীভূত করিলেন ঐ কচারিদেশে এমত রীতি অদ্যাপিও আছে যে মন্ত্রিতে অভিষেক না করিলে রাজা হইতে পারে না। ঐ রাজার মরণানন্তর তৎপুত্র রাজা হইয়া নামচাঙ্গবরহাট পর্য্যন্ত স্বাধীন করিয়া আপন রাজ্যান্তঃপাতি করিলেন। এবং স্বর্ণময়ী দশভুজা নির্ম্মাণ করিয়া একস্থানে স্থাপনা করিয়া সোণাপুর নাম দিলেন অদ্যাপিও ঐ

স্থানকে সোণাপুর কহে। অপর একস্থানে স্বর্ণলিঙ্গ স্থাপন করিয়া বাণপুর নাম দিলেন এবং নগা ও মরান জাতীয়কে জয় করিয়া আপন রাজধানী লক্ষ্মীন্দ্রপুরে উপনীত হইয়া রাজত্ব করিতে লাগিলেন।

তাহার পর তৎপুত্র মহামাণিকফা তৎপুত্র লারফা তৎপুত্র খোরাফা তৎপুত্র ডেরচাঙ্গফা ক্রমে রাজা হয়েন। তৎকালীন ইন্দ্রবংশীয় চাউ লুঙ্গছুকাফারাজাআসিয়া কচারিরাজাকেজয়করিয়া নামচাঙ্গবরহাট আপন রাজ্যান্তঃপাতি করিয়া নিঙ্গনামারি সীমা করিলেন। চুকাফা রাজার মরণান্তে তৎপুত্র ছুতৌফা ছুটিয়ার রাজাকে ও মরানকে জয় করিয়া কনচেঙ্গ পাত্র সেনাপতির দ্বারা কচারি জয় করিয়া দিখৌনদীপর্য্যন্ত আপন দেশান্তঃপাতি করিলেন দিখৌর পূর্ব্বপার আসামেরপশ্চিম পার কচারির রাজ্য হইল। এইরূপ কতক দিবস পর্য্যন্ত ছিল পরে পুনরায় আসামরাজা যুদ্ধ করিয়া শিলপথুরি সীমা করিলেনাএবংএকবার বাণপুর ও

সোণাপুর প্রভৃতি লুঠিয়া সোণার মূর্ত্তি আসাম রাজা লইলেন তদবধি দেওরগাঁওনামক স্থানে সীমা হইল। পরে আসামের সেনাপতি মিথ্যা ছল করিয়া দেবতা এ রাজ্য আমারদিগকে দিয়াছেন এমত ফক্কিকা দিয়া কচারিকে নিরাকরণ করিয়া তুলসীমুখ পর্য্যন্ত স্বরাজ্যান্তঃপাতি করিলেন। অদ্যাপিওঐসীমা নির্দ্দিষ্ট আছে কিন্তু আসামের রাজা রুদ্রসিংহের অধিকারে কচারির এক জন রাজাকে জয়ন্তীপুরের রাজা বন্দি করাতে তিনি পত্র দ্বারা আসামের রাজাকে পিতৃসম্বোধনপূর্ব্বকশরণাগত হইয়া মুক্তি প্রার্থনা করিলেন। রাজা অনেক সৈন্য পাঠাইয়া জয়ন্তীপুরের রাজা ও কচারির রাজা দুই জনকে আনাইয়া জয়ন্তীপুরের রাজাকে বিষাক্ত দ্রব্য ভোজন করাইয়া যমালয়ে বিদায় দিয়া কচারির রাজাকে স্বীয়ালয়ে বিদায় দিলেন। কচারির রাজা পূর্ব্বোক্ত উপকারস্মরণার্থে আপন রাজ্যের মধ্যে যমুনা নদী সীমা করিয়া আসাম রাজাকে সমর্পণ করিলেন। পরে ১৭০৯ শকে

রাজা গৌরীনাথসিংহ রিপুগ্রস্ত হওয়াতে কচারি রাজা তাঁহাকেদুর্ব্বলজ্ঞানকরিয়া পূর্ব্বদত্তদেশ পুনঃ স্বদেশান্তঃপাতি করিলেন পরে ব্রহ্মদেশীয়কর্ত্তৃক এতদ্দেশ আক্রান্ত হওয়াতে১৭৪৩ শকে পূর্ব্বোক্ত সীমাপর্য্যন্ত আসামের অন্তঃপাতি হইয়াছিল এই ক্ষণে ইংলণ্ডীয়াধীন হওয়াতে পূর্ব্বের তুলসীমুখের সীমাই স্থির আছে কিন্তু এই সকল বৃত্তান্ত অস্মদাদিকর্ত্তৃক শ্রীশ্রীযুত গবর্নরজেনেরেল বাহদুরের এজেণ্ট শ্রীযুত স্কাট সাহেবের নিকট জ্ঞাত হওয়াতে ঐস্থান কোরক করাগিয়াছে এবং সে স্থানের রাজস্ব শ্রীশ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের তহবিলে আমানত স্বরূপ জমা হইতেছে বিচারানুসারে যাঁহার হয় তিনিই পাইবেন

এইক্ষণে জয়ন্তীপুরের রাজার বৃত্তান্ত লিখি। জয়ন্তীপুরে পূর্ব্বে ইন্দ্রসেনরায় নামে এক ব্রাহ্মণ রাজা ছিলেন তিনি রাজাযুধিষ্ঠিরের যজ্ঞে আহূত হওয়াতে গর্ব্বকরিয়া গেলেন না তৎপ্রযুক্ত ভীমসেন মার্গঘর্ষণ করিয়া তাঁহারঅণ্ডকোষছেদনকরি

য়াছিলেন তদবধি তিনি খাসিয়া রাজানামেখ্যাত হইলেন তাঁহারপুত্রপরম্পরা কেদারেশ্বররায়ওধনেশ্বররায় ও কন্দর্প রায় ও মাণিক্য রায় ও জয়ন্ত রায় ক্রমে রাজা হন ঐ জয়ন্ত রায় রাজা অপুত্রকত্বপ্রযুক্ত তৎকামনাতে শ্রীশ্রী দেবীকে আরাধনা করাতে দেবী সাক্ষাৎ হইয়া আজ্ঞা করিলেন যে তোমাকে বিধাতা অপুত্রক করিয়াছেন অতএব পুত্র হইতে পারে না তথাচ আমি অংশরূপে পুত্রী হইব।

তদ্রূপ পুত্রীর জন্ম হইবাতে ঐপুত্রীর নাম জয়ন্তী রাখিয়া চণ্ডুবর গুরুর পুত্র লাণ্টাবরকে প্রদান করিয়া সমুদায় রাজ্য যৌতুকত্বরূপে দান করিয়া তিনি লোকান্তরে গমন করিলেন ঐ কন্যাই রাজ্যাধিপতি হইয়া রাণীসিংহ নামে খ্যাতা হইলেন। কতক কালানন্তর ঐ লাণ্টাবর দেবীকে আরাধনা করাতে দেবী সাক্ষাৎ হওয়াতে সে কামনত্ত হইয়া ক্ষুব্ধ হওয়াতে দেবী রুষ্টা হইয়া সজ্ঞান লুপ্ত হওয়ার শাপ প্রদান করিলেন তন্নিমিত্তে সে লুপ্তজ্ঞান হইয়া আপন ভার্য্যা জয়ন্তীকে ঋতুকালে রমণ

করাতে জয়ন্তী তাহাকে দূর করিয়াদিলেন। পরে চিকনাই পর্ব্বতে গিয়া ১৮০ ঘর গারোর রাজা মুতু ঙ্গানামে বৃদ্ধগারোর পোষ্যপুত্র হইয়া থাকিল।

জয়ন্তী পতিবিরহে ব্যাকুলা হইয়া দেব্যারাধনা করাতে দেবী বরদান করিলেন যে তুমি ঋতুকালে সুতুঙ্গা পুষ্করিণীতে স্নান করিয়া এক প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া জলেপ্রক্ষেপণ করিলে তাহা মৎস্যে গ্রাস করিবেক তাহাতে মৎস্যোদরী কন্যা জন্মি বেন ঐ কন্যাতে তোমার স্বামি লাণ্টাবরের বীর্য্যে পুত্র জন্মিবেক। জয়ন্তী তদ্রূপ করাতে ঐ মৎস্য তাঁহার স্বামি লাণ্টাবর পাইয়া গৃহে লওয়াতে মৎস্যের উদরহইতে কন্যা নির্গতা হইয়া গৃহব্যা পার সম্পাদন করাতে ঐ লাণ্টাবর তাহাঁকে গ্রহণ করিলেক। উভয়ের সঙ্গমে বড় গোহাঞিনামক পুত্র জন্মিবাতে ঐ পুত্রকে রাজ্যাভিষেক করিলেন। ঐ জয়ন্তী কন্যালাণ্টাবরকে নর্ত্তঙ্গ দেশের রাজা করিয়া এই নির্ব্বন্ধ করিলেন যে ভগিনীর পুত্রকে রাজ্য দিলাম অতএব এই দেশে দুহিতৃ

সন্তানেই রাজা হইবেক এমত কহিয়া ঐ দুই কন্যা তিরোহিতা হইলেন। তদবধি জয়ন্তীপুরে দুহিতৃসন্তানেই রাজা হন ঐ জয়ন্তীপুরের রাজারও আসামের দক্ষিণ পারে কতক অধিকার ছিল বরং এইক্ষণে কতক স্থানের নিমিত্তে আপত্তি আছে।

ডিমরুয়ার এক রাজা তাহার জন্ম এমত কথিত আছে যে এক সামান্য কিরাতের যুবতী কন্যাতে এক দেবতা পক্ষিরূপে বীর্য্যাধান করাতে তদ্গর্ভজাত বালক রাজা হইয়াছিল তদ্বংশীয়রাজা, অনেক দিবসপর্য্যন্ত স্বতন্ত্র ছিল। পরে কমতেশ্বরের অধীনতা ও বিশ্বসিংহের আজ্ঞাবাহকতা করণানন্তর সেন্দারেশ্বর রাজা আক্রমণ করাতে তদ্বংশীয় মঙ্গলানামক রাজা অবধি সৌনারেশ্বরের অধীন হইল অদ্যাপিও তদ্রূপ আছে। এইক্ষণে ঐ রাজবংশীয় সৌনারেশ্বরদত্ত যৎকিঞ্চিৎ মর্য্যাদাদ্বারা সম্ভ্রান্ত শ্রেণীতে গণিত আছে। এইক্ষণে প্রধান ইন্দুবংশীয় রাজা

এই আসাম দেশ ১১৮৪ শক অবধি যাঁহার ভোগ করাতে তাঁহাকে অদ্যাপিও আবাল বৃদ্ধ বনিতা সমুদায় লোকে স্বীয় রাজা জ্ঞান করিতেছে এবং যিনি সর্ব্বদেশে আসামের স্বর্গদেব রাজা নামে বিখ্যাত তাঁহার বৃত্তান্ত লিখিব।

পূর্ব্বে বশিষ্ঠ মুনি সৌমারপীঠে দিখাতা অর্থাৎ দিখৌনাম্নী নদীর তীরে আম্র নিম্ব কদম্ব দাড়িম্ব তাল তমাল খর্জ্জুর প্রভৃতি বৃক্ষ ও জাতী যুথী মালতী করবীর কহ্লার উৎপল চম্পক অশোক কেতক বক নক্তবক আদি নানা পুষ্প রোপণ করিয়া সহস্র শালগ্রাম স্থাপনানন্তর তন্মধ্যে লক্ষ্মীনারায়ণ শালগ্রাম স্থাপন করিয়া মহোগ্র তপস্যা আরম্ভ করিলেন তদ্দৃষ্টে ইন্দ্র ভীত হইয়া তপোভঙ্গার্থে শ্যামা বিদ্যাধরী সমেত মুনির আশ্রমে প্রবেশ করিলেন এবং বিদ্যাধরী নৃত্য গীত হাব ভাব কটাক্ষ প্রভৃতি আরম্ভ করিল।

ইন্দ্রাজ্ঞানুসারে ধারাধর সমাগত হইয়া বৃষ্টিদ্বারা ধরাধর প্লাবিত করিল দিখৌ নদীর বৃদ্ধিহওয়াতে আশ্রম জলপ্লুত হইল। মুনি নিজ ধ্যানভঙ্গান্তে ইন্দ্রকৃত কুকার্য্য জ্ঞান করিয়া ইন্দ্রকে ম্লেচ্ছ ও বিদ্যাধরীকে ম্লেচ্ছানী ও দিখৌ নদীকে মলমূত্র বাহিনী ও লক্ষ্মীনারায়ণ শালগ্রামকে ম্লেচ্ছপূজ্য হওয়ার শাপ দিলেন।

তাহাতে সকলেই ত্রস্তহইয়া স্তোত্র করাতে মুনি আজ্ঞা করিলেন যে শ্যামা বিদ্যাধরী ম্লেচ্ছানী হইলে ইন্দ্র তাহাতে পতিত হইয়া অংশ রূপে তাহার গর্ভে পুত্র জন্মাইবেনঐ পুত্রপরম্পারারূপে চিরকাল রাজা হইবেক। দিখৌ নদী কলির অযুত বর্ষ পর্য্যন্ত মলমূত্রবাহিনী হইবেক তদন্তে শাপ বিমোচন হইবেক। এইরূপে শাপ বিমোচনের আজ্ঞা করিয়া ঐ আশ্রম পরিত্যাগানন্তর গুয়া হাটীর অগ্নিকোণে এক পর্ব্বতে তপস্যা করিতে লাগিলেন ঐ স্থান অদ্যাপিও বশিষ্ঠাশ্রম নামে প্রখ্যাত। এবং সেস্থানে বশিষ্ঠস্থাপিত গোলোকে

শ্বর ও মঙ্গলেশ্বর দুই শিবলিঙ্গ আছেন। এবং বশিষ্ঠাহূতা ললিতা কান্তা সন্ধ্যা এই তিন ধারা বিশিষ্টা বাশিষ্ঠী গঙ্গা। আর ঐ তিন ধারা মিলিতা হইয়া বাশিষ্ঠী গঙ্গা নামে নদী হইয়া গুয়াহাটীতে ব্রহ্মপুত্র নদের সঙ্গে মিলিতা হইয়াছে ঐ ত্রিধারা সঙ্গমে স্নানাবগাহন নিমিত্ত অনেক ব্যক্তিরা অদ্যাপিও গমনকরেন। এক্ষণে প্রকৃত প্রস্তাব লিখিতেছি।

ঐ শ্যামাবিদ্যাধরী কোমারের পূর্বে নরা দেশের রাজমন্ত্রির গৃহে জন্ম লইয়া তদ্দেশের রাজা চৈতন্যনাথকের মহিষী হইলেন পরে শাকিয়া ও অর্থাৎ ১০৪০ একহাজার চল্লিশ শকে ইন্দু তদ্দেশ ধারণ পূর্বক রণ করিলেন এবং রাজে রণ বৃত্তান্ত বিজ্ঞাপন করিয়া কহিলেন যে তোমার গর্ভজাত পুত্র রাজা হইবেক। অতএব তুমি স্বামির সহিত সহগমন করিবা না এবং উচ্চ স্থানে থাকিবা। তদ্বৃত্তান্ত রাণী রহস্যেত্রা কালিকাকে জ্ঞাপন করাতে রাজা হৃষ্ট হইয়া নীলাচল পর্ব

তের উপর এক অত্যুচ্চ মঞ্চগৃহ নির্ম্মাণ করিয়া রাণীকে দাসীগণ সমেত রাখিলেন। পরে লাক্কি কাপমিৎ অর্থাৎ ১০৪১ এক হাজার একচল্লিশ শকে পুত্র জন্মিল। রাজা তৎ শ্রবণে স্বর্ণনির্ম্মিত সোপানের দ্বারা অবরোহণ করাইয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া পুত্রের নাম চাচ্যাংফা রাখিলেন হিন্দুরা তাঁহাকে স্বর্গনারায়ণ কহেন।

ঐ বালক যুবা হইলে রাজা যুবরাজ করিলেন যুবরাজ এক দিবস নির্জ্জন বন গমন করাতে ইন্দ্র সাক্ষাৎ হইয়া কহিলেন যে তুমি আপন পিতৃ মরণের পাঁচ দিনান্তে এই স্থানে আসিবা আমি রাজনীতির ধর্ম্ম সকল কহিব। পরে লাক্কিকাউপ্লা অর্থাৎ ১০৫৬ শকে চেঙ্গতাম রাজার মরণান্তে যুবরাজ রাজা হইয়া ইন্দ্রাজ্ঞানুসারে একাকী বন প্রবেশ করিলেন। তৎকালে ইন্দ্র সাক্ষাৎ হইয়া লক্ষ্মীনারায়ণ শালগ্রাম ও অন্য এক দেও অর্থাৎ দেবতা দিলেন। চঙ্গদেও চেঙ্গদেও ঐ দুই দেবের নাম আসুরিক মতে কহে। এতৎপ্রদেশীয়

ম্লেচ্ছেরদের উপাস্য দেবতা ঐ দুই দেও। আরো ইন্দ্র ঐ দুই দেবের আসুরিক মতে পূজার বিধান দিয়া গোপনীয় রূপে রাখিবার আজ্ঞা করিয়া বড়নরার রাজা আইফানামে আছে সে আমার অংশ অতএব তাহার নিকট লোক পাঠাইয়া চাউলিপ্লিঙ্গ ও চাউবুকচেঙ্গ এই দুই পণ্ডিতকে আনাইয়া শাস্ত্রাধ্যয়ন করিয়া তদনুরূপ আচরণ করিবা। এমত আদেশ করিয়া এক রত্নাঙ্গুরীয়ক দিলেন যে এই অঙ্গুরীয়ক আইফা রাজার নিকট প্রেরণ করিলে তোমার পরিচয় পাইবেক।

এই রূপ প্রাপ্তোপদেশ হইয়া স্বগৃহে আসিয়া আইফা রাজার নিকট পত্র প্রেরণ করাতে আইফা রাজা দুই পণ্ডিত সমেত নানা রাজ যোগ্য বস্তু ঢুলিয়া মরিয়া অর্থাৎ ঢুলী ও কাসারী বড়ঢাক ও সোনোআলিহেঙ্গদাঙ্গ অর্থাৎ স্বর্ণ মণ্ডিত অস্ত্রবিশেষ ও পানিনাগিনিরলঙ্গী লাচেম নামে ভল্লুক লাচাই ব্যাঘ্র লাঙ্গু সর্প

আচিত উদলাপেং মেকুরি বিডাল আউ বানর প্রভৃতি পাঠাইয়া দিলেন। স্বর্গ নারায়ণ ঐ দুই পণ্ডিত দ্বারা নীতি শাস্ত্রাধ্যয়ন করিয়া রাজ্য প্রতি পালন করিতে লাগিলেন। এবং ১০৭৮ শকে তিনি পরলোক গমন করিলেন তাঁহার রাজত্ব ২২ বৎসর

ঐ স্বর্গনারায়ণ রাজার খুন্লুঙ্ খুন্লাই নামক দুই পুত্রকে মুংরিংমুংরাং নামক পর্ব্বত হইতে সোপান দ্বারা অবরোহণ করাইয়া অমাত্যেরা অভিষেক করিলেক। ইহারদের জন্ম উপাখ্যান ইংরাজী সম্বাদমূলগ্রন্থানুসারে ও অন্য২ প্রামাণিক লোক ও প্রাচীন রাজবিবরণ পুস্তক দ্বারা ঐক্য করিয়া লেখা গেল। কিন্তু আহোমজাতীয়েরা কহে যে ইন্দ্রের পুত্র স্বর্গনারায়ণ রাজা তাঁহার দুই পুত্র খুন্লুঙ্ খুন্লাই নামক স্বর্ণ সোপান দ্বারা স্বর্গ হইতে পৃথিবীতে আসিয়াছেন অতএব স্বর্গদেব। কিন্তু তাঁহার বিস্তার কথা আমি প্রতীতি না করিয়া লিখিলাম না। যেহেতুক শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মাবতার তথাচ দশরথ রাজার ও বসুদেবের গৃহে পৃথিবী

তেই জন্ম লেখে সাধারণ অর্ব্বাচীন রাজার স্বর্গ হইতে যে পাঞ্চ ভৌতিক শরীরদ্বারা আগমন সে অত্যন্ত অবিশ্বসনীয় একারণ লিখিলাম না। কিন্তু তাহারদের নিকট সহস্র২ প্রমাণ দিলেও মানে না একারণ একথার সূচনা না থাকিলে পুস্তক অশুদ্ধ বলিবেক এমতে সূচনা করিয়া রাখিলাম। যেহেতুক মূর্খস্য নাস্ত্যৌষধং। পরন্তু বিজ্ঞ মহাশয়েরা ইহার তাৎপর্য্য বিবেচনা করিবেন। ঐ দুই ভ্রাতা মু'রি'নু'রা' পর্ব্বতে নগর করিয়া হোলঙ্ঘর অর্থাৎ প্রধান রাজগৃহ নির্ম্মাণ করিয়া থাকিলেন। তাঁহারদের প্রধান অমাত্য বর্গ। খুনতাই পুক্লেঙ্গ ১ খুন্লাইচিঙ্গ পুক্লেঙ্গ খুন্লেতাওপুক্লেঙ্গ ১ খুনচেঙ্গপুক্লেঙ্গ ১ খুন্‌চিপ্‌চি পুক্লেঙ্গ ১ খুন্ ক্রুংচা মক্‌পুক্লেঙ্গ১ খুনখ্রুপফাচাউ লাংডিন্ পুক্লেঙ্গ ১ খুনকেওবং পুক্লেঙ্গ ১ খুনখেন পুক্লেঙ্গ ১ খুনতেয়রচাউফ্রেবান্‌পুক্লেঙ্গ এই নর বর সমেত কতক দিন রাজত্ব করিয়া লাডই রাজ্যেগিয়া সেস্থান শূন্য দেখিয়া নগর করিলেন।

সে স্থান শূন্য হওয়ার কারণ পূর্ব্বে ঐ দেশের রাজা খুনকুননামে ছিলেন তন্মরণান্তে তৎপুত্র চাইখাম ১ চাউচাপুনচন্দ ১ এই দুই জন রাজা হইয়া রাজ্য রক্ষণাসামর্থ্যপ্রযুক্ত শ্রীলৌহিত্যনদের পারে পুংকাঙপো নামক রাজার বানচেউ রাজ্যে প্রবেশ করিয়া সংগ্রাম করিলেন। উভয়ের সংগ্রামে অনেক লোক হত হইল পুনঃ রাজ্যে তাহারদের এক ভৃত্য সেনডাক নামে রাজা হইয়া অন্যায় করাতে খুনলুঙ খুনলাইকে রাজ্যস্থ লোকেরা রাজা মানিয়া লইলেক। ঐ স্থানে কতিপয় দিবস বাসকরণানন্তর দুই ভ্রাতার কলহ হইল ইহারদের এক প্রথা আছে যে রাজ্যাভিষেক কালে এক বটবৃক্ষ রোপণ করে তাহাকে আয়ুবৃক্ষ কহে খুনলুঙ কহিলেন যে আমি মূলেতে স্বর্ণ রৌপ্য দুচক্র অর্থাৎ দুই বলয় দান করিয়া শাখাতে কঙ্কণ পরিধান করাইয়াছি অতএব আমিই প্রধান রাজা খুনলাই কহিলেন যে আমি মূলে কঙ্কণ বদ্ধ করিয়াছি একারণ আমারি

প্রাধান্যের সম্ভব তাহাতে অমাত্যেরা কহিল যে মূলে কঙ্কণ পরিধান যিনি করাইয়াছেন তিনিই মূল রাজা অন্যজন ডালুয়া অর্থাৎ শাখাতুল্য। তৎশ্রবণে খুন্‌লুঙ্গ অপমানিত হইয়া স্থানান্তরে গমন করিয়া লোকান্তরে গেলেন লাডই দেশে খুন্লাই প্রধান রাজা হইলেন। কিন্তু আপন ভ্রাতার মরণ শ্রবণমাত্র তৎপুত্র চাউতাউলুলুকে মুংরি মুংরাং দেশের রাজা করিলেন। সংপ্রতি খুন্লাইর বংশের বিবরণ লিখি।

খুন্লাইর পুত্র চাউতাউলুলুর মরণান্তে তাঁহার তিন পুত্র জ্যেষ্ঠ চাউমুঙ্গাকুম্ মধ্যম চাউখুন্‌বিঙ্গ কনিষ্ঠ খুন্‌লুচেউ এই তিনের মধ্যে জ্যেষ্ঠ আপন পিতার সিংহাসনে উপবিষ্ট হইলেন। কনিষ্ঠ পুংখ্রাং পুংজা দেশে গেলেন তথাহইতে তাখুনবারঝার পুংমাউ দেশ অতিক্রম করিয়া শ্রীলৌহিত্য পার হইয়া মান্তারা দেশপ্রাপ্ত হইয়া সে স্থানে বসতি করা মনোনিত না হওয়াতে কিন্‌বেওন মাউলুঙ্গ

ধুড়নগ্না ছাড়িয়া তিলুঙ্ দেশে গিয়া রাজা হইলেন ।

পরে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মরণান্তে মধ্যম ভ্রাতা রাজা হইলেন। তন্মরণান্তে জ্যেষ্ঠভ্রাতার পুত্র চাউখুনকুন রাজা হইয়া পুঙ্ খুংখুন এই দুই দেশ অধিকার করিলেন এবং পুংমাউ দেশের রাজা তাউখুনের উপর আক্রমণ করাতে তিনি স্বদেশ সমর্পণ করিয়া পুংলুঙ্ কাউকাঙ দেশে গিয়া থাকিলেন সে দেশও ক্রমে আক্রমণ করাতে ঐ রাজা মুঙ্গাকাঙ্গী দেশে গেলেন ঐ সকল দেশ চাউখুন রাজা পরিত্যাগ করাতে চাউখুনকুম রাজা আপন পুত্র চাউতাইলুঙকে রাজা করিলেন। ঐ চাউতাইলুঙের তিনপুত্র ও লাঙমুং বুকখামচেন নামে কন্যা জন্মিল। পরে রাজা জ্যেষ্ঠপুত্র চাউতাইলুঙকে মুঙ্গিন দেশের রাজা করিলেন মধ্যম তাঙ্গিপাইনউলুককে পুংমাউ দেশের ও কনিষ্ঠ তাতাঙকুচাঙখুঙকে মুঙ্গিংকুং ও কিউান এইদুই দেশের রাজত্ব দিলেন। চাউতাইপুং বুক রাজা সকলকে প্রীতি

শিক্ষা করাইয়া মৃত্যুপ্রাপ্ত হইলেন তাঁহার মধ্যম পুত্র লাঙ্গিপামিউপুঙ্গ অপুত্রক হইলেন কেবল যুকথানচেন নাম্নী এক কন্যা ছিল ঐ কন্যা নরা রাজার পুত্রকে বিবাহ দিলেন কিন্তু ঐ রাজার বড় কুঞ্জরি অর্থাৎ প্রধানা মহিষী চাউখেমপুঙ্গু বুড়া গোহাঞির কন্যা ছিলেন তাঁহার নাম নাঙ্গলা পান তাঁহার গর্ভজাত পুত্র রাজা হইয়া উন্মত্ত হওয়াতে আত্ম গলদেশে ছুরিকা প্রদান করিয়া মরিলেন। তন্মরণান্তে সুখানফা রাজা হইলেন তাঁহাকে কিনেননাউলুঙ্গও কহিত। খুনলুঙ্গের বিবরণ সমাপন করিয়া খুন্লাই রাজার বিবরণ যাঁহার সন্তানেরা আসাম দেশের রাজত্ব করিয়া ছেন তাহা লিখিব।

খুন্লাই রাজার দুই পুত্র তিনি বর্ত্তমান থাকি তেই জ্যেষ্ঠ পুত্র চাউতাইফাকে বানচেপ্ দেশের রাজা করিয়া লাক্লিখুং চিঙ্গ অর্থাৎ ১০৯৭ শকে পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইলেন তাঁহার রাজত্ব ১৬ বৎসর।

তন্মরণান্তে কনিষ্ঠ পুত্র চাউতাইকা অমাত্য বর্গকর্তৃক পিতার সিংহাসনে অভিষিক্ত হইলেন। লাক্লি রাইমিং অর্থাৎ ১১১৩ শকে তাঁহার নির্জ্জান হয় তাঁহার রাজত্ব ১৬ বৎসর তাঁহার দুইপুত্র জ্যেষ্ঠ চাউথুন্যো কনিষ্ঠ চাউচাঙ্তাইকা। জ্যেষ্ঠ রাজা হইয়া কতিপয় দিবস ছিলেন পরে কনিষ্ঠ বলিষ্ঠ হইয়া জ্যেষ্ঠকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া স্বয় রাজা হইলেন।

জ্যেষ্ঠ অপমানিত হইয়া খুন্লুঙ্গের পুত্র চাউতাউলুলুর নিকটে গিয়া থাকিলেন চাউতাইকার মরণান্তে তৎপুত্র ফানলংজুংকঙ্ রাজা হইলেন। তন্মরণান্তে তদ্দেশ ভিন্ন রাজকর্ত্তৃক অধিকৃত হইল।

খুনলাই রাজার জ্যেষ্ঠপুত্র চাউতাইকা থানচের দেশের রাজা ছিলেন তন্নিধনানন্তর তৎপুত্র সুকলিঙ্গ তাউচেম্রা রাজা হইলেন। তন্মরণান্তে তদ্দেশও অন্য রাজাধিকার হইল।

চাউথুন্যো যিনি কনিষ্ঠ ভ্রাতৃকর্ত্তৃক সিংহা

সনচ্যুত হইয়া খুন্‌লুঙ্গের পুত্র চাউতাউলুলুর সঙ্গে ছিলেন্ন তিনি এক সময় তথাহইতেও মুংখুাং মুংজাং দেশে গিয়া নগর করিয়া অবস্থিতি করিয়া সে স্থানহইতে মুংখন্ দেশ ছাড়িয়া ও মুংমাউ দেশপ্রাপ্ত হইলেন । সেস্থানে খুন্‌লুং রাজবংশীয় পামিউপুঙ্গের সহিত সাক্ষাৎ হওয়াতে আত্মীয়জ্ঞানে সমাদর পূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া ভগিনী নাঙ্গ মুঙ্গবুক্ খামোেন গাভরু অর্থাৎ যুবতীকে বিবাহ দিয়া খ্রানঙ্গজিন্ দেশের রাজত্ব দিলেন। ঐ চাউখুন্যো রাজা চাউন্যাঙ্গিন্যো ও চাউ ফ্রাকঙ্গ এই তিন নামে খ্যাত ছিলেন। ঐ রাজ ভগিনীর সহিত সম্ভোগ হওয়াতে তদ্গর্ভে লাক্লি খুংঙ্গি অর্থাৎ ১১১৭ শকে চাউচুকাফা নামে রাজা জন্মিলেন তিনি আসামদেশে যে প্রকার আসিয়া রাজা হইলেন তাহা লিখি।

ঐ চুকাফাকে আনায়েকে পুংথাবেকে বেথাকৈ তুলিলে অর্থাৎ মাতামহী মাতামহ দুইজনে অতি মমত্বপূর্ব্বক প্রতিপালন করিলেন। তিনি মাতা

মহাশয়ে ১৯ বৎসর ছিলেন খুনঙ্কজিক দেশের রাজা ছাউখুন্ন্যে ২৩ বৎসর রাজত্ব করিয়া মৃত্যু প্রাপ্ত হইলেন। মাক্লিকাৎরাও অর্থাৎ ১১৬৭ শকে ঐদেশে চুকাফা রাজা হইলেন। কতক দিনের পর তিনি মাতামহালয়ে গিয়াছিলেন এক সময় কহিলেন যে এক স্থানে দুই রাজার থাকা অকর্ত্তব্য এমত কহিয়া মাতামহমাতামহীর অনুমতি লইয়া চুখ্যানফা নরা রাজার নিকট বিদায় লইয়া মুংখুংমুংজাং দেশে আইলেন। এবং মাতামহী সেই চারেকির আদ্মিঁনএড়খুন অর্থাৎ সেই রূপ অন্য শিলাখণ্ড রাখিয়া তাহারদের কুলদেবতা চুঙ্গদেওকে গোপনীয় রূপে চুকাফার সঙ্গে দিলেন ঐ চুখ্যানফা নরা রাজা চুকাফার সঙ্গে অনেক দ্রব্যদিয়া প্রতিবৎসর আমাকে দণ্ড দিয়া তাট রাজ্য ভোগকরিবা এমত কহিয়া যাবদ্দণ্ডপর্য্যন্ত স্বয়ং আগুবাড়াইয়া রাখিয়া গেলেন। চুকাফা রাজা ১১৬৮ শকে যাত্রা করিয়া আইলেন পথে অনেক লোক তাঁহার সহিত মিলিল এবং

তাহারসঙ্গে বুড়াগোহাঞি ঋংচেংমুংবড়গোহাঞি ঋংচেং লুংএই দুই জন আসিয়াছিল পরে বনকং ১ চাক্থুন্লা ১ মুংখঃ ১ কাথ্রুংমুং ১মুংজিং ১ খুনতং ১ ইত্যাদি অনেক লোক আইল। অপর মাতামহী এজুরি কুকুরা অর্থাৎ একজোড়া কুক্কুট দিয়া ছিলেন তাহা ভক্ষণ করিলে পরাক্রান্ত হয় সে মতে তিনি তাহাও ভক্ষণ করিলেন।

চুথ্রুান্ফা রাজা চুঙ্গদেও নিয়াছেন এমত্ত জানিয়া ধাবমান হইয়া সাক্ষাৎনাপাইয়া ফিরিয়া গেলেন ঐ স্থানকে অদ্যাপিও নরাওলটা কহে।

চুকাফা রাজা পর্ব্বতীয় নরা প্রভৃতি দেশহইতে উত্তরিয়া আসিতে প্রতিপথে আত্মপক্ষীয় লোক স্থানে ২ নিযোজন করত ১১৬৯ শকে নামদানি অর্থাৎ সমভূমিতে আইলেন। এবং ১১৮১ শকে মুঙ্গকুঙ্গদেশ জয় করিয়া ১১৮৪শকে তিমাপ পর্য্যন্ত স্বাধীন করিলেন ১১৮৭ শকে সলগুরি পর্য্যন্ত বশী ভূত করিয়া ১১৯২ শকে হাবুং পর্য্যন্ত আয়ত্ত করি লেন ১১৯৫ শকে বুহ্মপুত্র নদেরদ্বারা ভাটী যাইয়া

আসিয়া দিখৌনদী উজাইয়া দিখৌর জল উত্তরী জ্ঞান করিয়া চন্দ্রতক নামক স্থানে বাস করিয়া মদ খাহরি অর্থাৎ মদ্যশূকর কয়জনে চর প্রেরণ করিয়া বরাহি মরানের সেনাপতি খামি থুমাকে ১১৯৭ শকে মন্ত্রণাদ্বারা বশ করিয়া তাহার চারি কন্যা বিবাহ করিলেন। এবং আপনাকে ইন্দ্রসন্তান জানাইয়া অনেক জাঁক জোঁক দেখাইয়া সকলকে বশ করিলেন। এবং এমত কথিত হইল যে ইহার সমান কেহ নাই অর্থাৎ অসম অতএব এতদ্দেশকে অসম কহে কালক্রমে আসামনামে খ্যাত হইয়াছে। ঐ চুকাফা রাজা মরানের পরামর্শানুসারে ১২০৪ শকে লাকুর পর্ব্বতে বাস করিয়া রহিলেন এবং চরাইদেও পর্ব্বতের দেওসকল আত্ম মহিমা প্রকাশ করাতে তথাতে প্রধান দেবপূজা কল্পনা করিলেন। তদবধি হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বন পর্য্যন্ত চরাইদেও তাহারদের মহাতীর্থস্থান ছিল। এবং এইরূপে আহোম জাতীয়ের অধিক মান্য, যেরূপ যবনেরা মক্কাকে মানে তদ্রূপ আহোম জাতীয়েরা

চরাই দেওকে মানে ১২০৯ শকে তিনি স্বর্গারূঢ় হইলেন তাঁহার রাজত্ব ৪২ বৎসর।

পরে তৎপুত্র চুতৌফা রাজা হইয়া কচারিরাজা প্রভৃতিকে জয় করিয়া রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন ১২২১ শকে তিনি মৃত্যুবশগত হন তাঁহার রাজত্ব ১২ বৎসর।

পশ্চাৎ তদাত্মজ ছুবিনফা রাজা হইলেন। তিনি এক দিবস মৃগয়া করিতে গিয়া ব্যাঘ্র হইতে মহাভয় পাওয়াতে তাঁহার সাজি এক নগালরা অর্থাৎ মিত্র এক জন নগাজাতীয়ের বালক তাঁহাকে রক্ষা করিল তদবধি ঐ নগালরা তাঁহার অত্যন্ত প্রিয়পাত্র হইল। একদিবস রাজা ভোজনান্তে মুখপ্রক্ষালন করিতে ছিলেন আই কুঞ্চরিদেও অর্থাৎ রাজরাণী জল দিতেছিলেন তৎকালে রাণী নগালরাতে আসক্তা হওয়াতে রাজহস্তে জল পড়িয়াছিলনা তাহাতে রাণী নগাল আসক্তা হইয়াছে রাজা এমত জানিয়া ঐ রাণীকে

নগালরাকে দিলেন। কিন্তু রাণী গর্ভবতী ছিলেন তদ্‌গর্ভজাত যে বালক হইল তাহাকে বড় পাত্রগোহাঞি উপাধি দিয়া প্রধান মন্ত্রি করিলেন। তদবধি বুড়াগোহাঞি ১ বড়গোহাঞি ২ বড়পাত্রগোহাঞি ৩ এই তিন জন প্রধান মন্ত্রী হইলেন তন্মধ্যে বড়পাত্রগোহাঞি সর্ব্বাধিক। প্রায় রাজমর্য্যাদা তুল্য তাঁহার সম্ভ্রম হইল। পরে ঐ রাজা ১২৩২ শকে পরলোক গমন করিলেন তাঁহার রাজত্ব ১১ বৎসর।

পরে তৎপুত্র চুকাফা রাজা হইলেন ১২৬৪ শকে তিনিও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন তাঁহার রাজত্ব ৩৪ বৎসর।

পশ্চাৎ তৎপুত্র চুখাম্ফা রাজা হইলেন তাঁহার প্রধান মন্ত্রী তাম্বুলিবড়গোহাঞি আচুলাইকোঞর পলাইয়া কমতেশ্বরের নিকট গিয়াছিল। তাঁহারদিগকে ধরিয়া আনিয়া বধিয়া ১২৯৩ শকে তিনিও যমালয়ে গমন করিলেন তাঁহার রাজত্ব ৩০ বৎসর।

তন্মরণান্তে দেশ ৫ বৎসর অরাজক হইয়া ছিল। পরে অমাত্যেরা তদ্বংশীয় এক জনকে লাহনজি গ্রামহইতে আনিয়া চম্পাগুরি নামে নগর করিয়া চুতাওফা আখ্যা দিয়া রাজ্যাভিষিক্ত করিলেন তিনি রাজা হইয়া ছুটীয়া রাজাকে জয় করিলেন তদ্বিবরণ পূর্ব্বে লিখিয়াছি। ১৩১৩ শকে তাঁহার নির্জ্জান হইল তাঁহার রাজত্ব ১৩ বৎসর।

পরে তদ্ভ্রাতা চুখামথিফা রাজা হইলেন তিনি অন্যায় ও অনীতি করাতে অমাত্য বগেরা ১৩২৪ শকে তাঁহাকে নষ্টকরিলেক তাহার রাজত্ব ১১বৎসর।

তন্মরণান্তে ঐদেশ ৯ বৎসর পর্য্যন্ত অরাজক হইয়াছিল পরে তদ্বংশীয় চুডাঙ্গফাকে আনিয়া চরগুয়া স্থানে ১৩৩৩ শকে রাজ্যাভিষিক্ত করিলেন ঐ চুডাঙ্গফা রাজার তিন মন্ত্রী নরার রাজার নিকটগিয়া কহিলেক যে নামদানি রাজ্যে তোমার বংশ কেহ নাই তৎশ্রবণে নরা রাজা সৈন্য পাঠা

ইলেন কিন্তু চুডা ংকা রাজা তাহারদিগকে নিরা করণ করিয়া জয়ী হইলেন। অপর তৎকালীন যবনেরা কমতেশ্বরের উপরে দৌরাত্ম্য করিবাতে কমতেশ্বর শ্রী আসামের রাজার নিকট সহায়তা যাচ্ঞা করাতে রাজা সাউলুংফু তাউচ্যারিন নামক বড়গোহাঞিক সৈন্যে পাঠাইয়া তাঁহার সাহায্য করিলেন। বড়গোহাঞি যাবনিক সৈন্যকে নিরস্ত করিয়া করতোয়া নদী পর্য্যন্ত স্বাধীন করিলেন। এ নিমিত্ত কমতেশ্বর ভাজনী নাম্নী আত্ম দুহিতাকে আসাম রাজার সহিত ১৩৪০ শকে বিবাহ দিলেন এবং ১৩৪৩ শকে তিনি স্বর্গ গত হইলেন তাঁহার রাজত্ব ১৪ বৎসর।

পরে তৎ পুত্র চুজাউথাম্ফা রাজা হইলেন ১৩৫৭ শকে তিনি মৃত্যুপদপ্রাপ্ত হইলেন তাঁহার রাজত্ব ১১ বৎসর।

পরে তদ্বংশীয় চুফুক্ফা রাজা হইলেন ১৩৭২ শকে তাঁহার মরণ হইল তাঁহার রাজত্ব ১৫ বৎসর।

তদনন্তর তদাত্মজ চুনেন্‌ফা সিংহাসনোপবিষ্ট হইয়া ১৪০৯ শকে স্বর্গগামী হন তাঁহার রাজত্ব ৩৭ বৎসর।

তৎপরে তদনুজ চুহান্‌ফা রাজা হইলে তাঁহার অধিকারে কচারিরাজার সহিত ১৪১১ শকে যুদ্ধ হইয়াছিল তাহাতে কচারি রাজা পরাভূত হইয়া লংজি নাম্নী কন্যা ও অন্য ২ অনেক দ্রব্য দিয়াছিলেন। তাই ওয়াল নামক একব্যক্তি আহোম জাতীয়কে ধান্যচুরি অপরাধ জন্য ৪ তঙ্কা দণ্ড করিয়া ছিলেন তন্নিমিত্ত সে মিচাঙ্গ আঞোতা ঞেতে অর্থাৎ রাজার যে মঞ্চগৃহ তাহা মেরামত কালে ঐ মঞ্চ নির্ম্মাণের ব শখণ্ডদ্বারা ১৪১৩ শকে খুঁচিয়া মারিলেক তাঁহার রাজত্ব ৪বৎসর।

অনন্তর চুপিমফা রাজা হইলেন তিনিও অন্যায় ও অনীতি করণ নিমিত্ত পাত্র মন্ত্রী সকলে ১৪১৭ শকে তাঁহাকে সংহারমুদ্রা দেখাইয়া বকতা নামক গ্রামহইতে তদ্ভ্রাতাকে আনিয়া রাজ্যাভিষেক করিয়া চুহুম্ফা নামে

সুখ্যাত করিয়েন । তিনি পর্ব্বতীয় ঐ নগরে ৭ বৎসর রাজত্ব করিয়া ১৪২৩ শকে দিহিঙ্গ নামক স্থানে রাজধানী করিলেন এবং তিনি মহাবলিষ্ঠ হইয়া ছুটীয়া ও কছারি সমুদায়কে জয় করিয়া ব্রটাটামনি পর্য্যন্ত সীমা করিয়া ১৪৫০ শকে তাবৎ বশীভূত করিলেন । অপর উত্তর কোলের বারভুঁয়া সকলকেও বাধিয়া তদ্দেশ আয়ত্ত করিলেন ১৪৫২ শকে কছারি রাজার সহিত ঘোরতর সমর করিয়া ডারংফা নামক কছারি রাজাকে বধ করিলেন। ১৪৫৩ শকাবধি ১৪৫৫ শকপর্য্যন্ত তিন বৎসর তুর্ক কেরসহিত সংগ্রাম করিয়া শেষে কলচেঙ্গ বড় পাত্রদ্বারা সন্ধি বল্গণছলে বধ করিলেন এবং তাঁহার পুত্রদ্বারা করতোয়া পর্য্যন্ত জয় করিলেন। ঐ সকল যুদ্ধেতে কএক জন দিব্যাসনা পাওয়াতে তন্নিমিত্তে পিতা পুত্রে কলহ হওয়াতে ১৪৩০ শকে আপন পিতাকে লেহেতিয়া নামক একজন আহোমদ্বারা বাঁশ পুরায়ে বধ

করিয়া পুত্র রাজা হইলেন। পিতার রাজত্ব ৪৪ বৎসর।

পুত্র চুকুনফা রাজা হইয়া গড়গ্রাম নামক স্থানে নগর করিলেন সে নগর আসামের মধ্যে প্রধান স্থান। আর অদ্য ঐ নগরও প্রাকার অরণ্য স্থলী হইয়াছে ১৪৭৩ শকে যমালয়ে তাঁহার গমন হইল তাঁহার রাজত্ব ১৩বৎসর।

তদনন্তর তৎসুত ছুখ্রুংফা রাজা হইলেন তিনি অতি বলবান্ হইয়া সংগ্রামদ্বারা অনেককে বশ করিলেন কিন্তু ১৪৮৪ শকে নরনারায়ণ রাজার ভ্রাতা শুক্লধ্বজকর্ত্তৃক পরাভূত হইয়া চরাইথো রোঙ্গ নামক পর্ব্বতে পলায়ন করিয়া রহিলেন। শুক্লধ্বজ মেচাবর নামক স্থানে ছিলেন। পরে রাজা ছুখ্রুংফা স্ববিক্রমদ্বারা সকলকে নিরাকরণ করিয়া তাবৎ আয়ত্ত করিলেন। এবং ১৪৯৮ শকে নগা রাজা ২৬ জনকে বধিয়া লোণপোঙ্গ অর্থাৎ লবণের আকর প্রাপ্ত হইয়া এই নিয়ম করিলেন যে রাত্রে আসামীয় লোকেও দিবসে নগা লোকে

এবং জন্মাইবেক ১৫২৪ শকে তিনি মৃত্যু পদ প্রাপ্ত হন তাঁহার রাজত্ব ৫৩ বৎসর।

পরে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র ফুছেংফা রাজা হইলেন তিনি বিক্রান্ত হইয়া ১৫৩৪ শকে রঘুদেব রাজার কন্যা মঙ্গলদৈ নাম্নীকে বিবাহ করেন। আরো তিনি রাজ্যশাসনের অনেক সুনীতি করিয়া বড় পাত্রের বংশকাজলিতে [illegible] গোহাঞিকে বংশ জাগিতে এই দুই জন গোহাঞি নিয়োজনকরেন। যে ডিমরুয়াম রাজার বৃত্তান্ত পূর্ব্বে লেখা গিয়াছে ঐ ডিমরুয়ার মঙ্গলা রাজা ১৫৩৮ শকে শরণাগত হন তদবধি সেরাজা স্বাধীন হইলেন। ১৫৩৮ শকে পরীক্ষিত নারায়ণ রাজাকে আওরঙ্গজেব বাদশাহের লোকে ধৃত করিয়া লওয়াতে ভ্রাতা বলিনারায়ণ প্রভৃতি শরণাগত হওয়াতে ঐ বলিনারায়ণকে ধর্ম্মনারায়ণ নাম দিয়া দরঙ্গ দেশের রাজত্ব দিলেন। তদবধি ঐ রাজ্য আমাদের করতলীভূত হইয়াছে। এবং তদ্ভ্রাতা গজনারায়ণকে দেশ বেলতলার রাজত্ব দেন অদ্য

পর্য্যন্ত আসামের মধ্যে দরঙ্গ, বেলতলা, ডিম রুয়া, এই তিন জন রাজা প্রধানের মধ্যে গণিত আছে ১৫৩৯ শকে নবাবী সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিয়া জয়ী হইলেন। ১৫৪৪ শকে গড়গ্রাম নগর পরিপাটীরূপে নির্ম্মাণ করিলেন এব' কাঁড়ি পানির হাজারসরক রাজখোয়া ফুকনবড়ুয়া প্রভৃতি পৃথক ২ নিবন্ধ করিলেন। তাহার বিশেষ রাজ্য শাসনপ্রস্তাবে লিখিব। ১৫৪৭ শকে গজপুর নামে এক নগর করিয়া অনেক মত্ত হস্তী সংগ্রহ করিলেন এব' আপনাকে গজপতি নামে খ্যাত হওয়ার বাঞ্ছিত হইয়াছিলেন কিন্তু কোন প্রকারে সহস্র হস্তী সম্পূর্ণ করণাসমর্থ হইয়া ক্ষান্ত হইলেন। ১৫৫৮ শকে যবন দিগকে নিরাকরণ করিয়া পাণ্ডুনাথ ও সরাই প্রভৃতি স্থান পর্য্যন্ত করিলেন। পুনর্ব্বার ১৫৫৯ শকে পরাভূত হইয়া কলিয়াবরপর্য্যন্ত গেলেন ১৫৬০ শকে পুনর্ব্বার ঐ সকল স্থান স্বাধীন করিয়া গুয়া

হাটীয় রাজ্যশাসন প্রভৃতি নিবন্ধ করিলেন। ১৫৬৩ শকে লোকান্তর গমন করিলেন তাঁহার রাজত্ব ৩৯ বৎসর।

পশ্চাৎ তৎপুত্র ছুরুম্ফা রাজা হইলেন। তিনি ১৫৬৬ শকে আপন পুত্রের মৃত্যু হইলে রাণীর কুমন্ত্রণানুসারে সকল ডাঙ্গরিয়া অর্থাৎ সম্ভ্রান্ত লোকের একং জীবিত বালককে তাঁহার সহিত কবরে দেবার উদ্যত হইলেন তাহাতে তাঁহাকে সকলেই সিংহাসনচ্যুত করিয়া তদ্ভ্রাতা ছুটিফাকে সিংহাসনে স্থাপন করিল তাঁহার রাজত্ব ৩ বৎসর।

ঐ ছুটিফা রাজার কনিষ্ঠ পুত্র কুকুরখোয়া গোহাঁঞি অনেক লোকের উপর দৌরাত্ম্য করাতে তাঁহাকেও সিংহাসনচ্যুত করিয়া তাঁহার অন্য পুত্রকে ১৫৭০ শকে রাজ্যাভিষিক্ত করিল তাঁহার রাজত্ব ৫ বৎসর। তিনি রাজা হইয়া বুদ্ধিয়া মিশ্রপুত্রকে লইয়া হিন্দুধর্ম্মাবলম্বন করিলেন। এবং হিন্দুশাস্ত্রানুসারে জয়ধ্বজসিংহ নামে

খ্যাত হইলেন তদবধি ইন্দুবংশীয়েরদের হিন্দুধর্ম্মাবলম্বন হইল অপর ঐ শিশু বাপুকে আউনিহাটিয়া গোসাঞি নামে খ্যাত করিয়া অনেক বৃত্তি দিলেন তদবধি অদ্য পর্য্যন্ত তিনি সর্ব্বপ্রধান হইয়াছেন । আরো যদুচরণ খাউন নামক ব্যক্তিকে প্রেরণ করিয়া বেহারহইতে বনমালী গোসাঞিকে আনাইয়া দক্ষিণ পাটিয়া গোসাঞি নামে খ্যাত করিলেন । ইহার বিশেষ বিবরণ ঈশ্বরারাধনা বিষয়ে লিখিব । ১৫৮৩ শকে মজুমখাঁ নবাব আসাম দেশ এক বৎসর অধিকার করিয়াছিলেন পুনর্ব্বার তাঁহাকে নিরাকরণ করিয়া স্বাধীন করিলেন । ১৫৮৫ শকে তিনি মৃত্যুপ্রাপ্ত হন তাঁহার রাজত্ব ১৫ বৎসর । তৎপরে তাঁহার পিতৃব্যাত্মজ রাজা হইয়া ১৫৮৬ শকে অভিষেক হইয়া চক্রধ্বজ সিংহ নামে খ্যাত হইলেন তিনি লাচিৎবড়ফুকনদ্বারা গুয়াহাটীর গড় ও প্রাকার প্রস্তুত করাইলেন । এবং ১৫৯২ শকে পীড়িত হইয়া আপন মৃত্যুশয্যা করিয়া

ভ্রাতাকে আনাইয়া নীতি উপদেশ করিয়া রাজ্যা
ভিষেক করণানন্তর বনমালী গোসাঞিকে আনযন
পূর্ব্বক হরিনাম স্মরণকরত হরিদাসত্ব লব্ধ হই
লেন তদবধি ঐ গোসাঞি রাজগুরুমধ্যে গণিত
হইলেন। ঐ রাজার রাজত্ব ৭ বৎসর।

তাঁহার ভ্রাতা রাজা হইয়া উদয়াদিত্য সিংহ
নামে খ্যাত হইলেন তিনি সামান্য এক বৈরাগির
শিষ্য হইয়া অন্য সকলকে তাহার শিষ্য করাইতে
উদ্যত হওয়াতে সকলে বিরক্ত হইয়া ধৃত করিয়া
বিসর্জন করিলেক ঐ বৈরাগিকে ও কৃষ্ণার্পণ করি
লেক। তাঁহার রাজত্ব ৪॥ বৎসর।

১৫৯৫ শকেসরুজনা গোহাঞি রাজা হইয়া রামধ্বজ
সিংহ নামে খ্যাত হইলেন এবং তিনি লৌহিত্যের
নিকট অনেক যজ্ঞ করাইলেনাপরে ডেবেরা বড়বড়ুয়া
নামককুমন্ত্রী একজন গরলপ্রদান করিয়া তাঁহাকে
যম সদন প্রেরণ করিলেন তাঁহার রাজত্ব ১॥ বৎসর।
১৫৯৬শকে চাংগুড়িয়া গোহাঞিকেরাজানামদিয়া
ঐ ডেবেরা স্বয রাজত্ব করিতে লাগিল। তাহাতে

তৎকর্ত্তৃক স্থাপিত রাজাও অসহিষ্ণু হইয়া তাহাকে নষ্ট করার উদ্যোগী হইলেন। ডেবেরা তৎশ্রবণ মাত্র পূর্ব্বে নাশিত রাজার সঙ্গি করিলেক। ১৫৯৭ শকে তাহার মৃত্যু হইল। তাঁহার রাজত্ব ১ বৎসর।

পরে তুমখুরিয়াকে রাজা করিলেক গুয়াহাটী স্থ ফুকনবড়ুয়া এসকল অত্যাচার শুনিয়া সকলে একত্র হইয়া উজাইয়া গিয়া ঐ রাজা ও বড়বড়ুয়া দুই জনকেই পূর্ব্ব দুই রাজার সঙ্গি করিলেক তাঁহার রাজাসনে স্থিতি ত্রিপক্ষমাত্র।

পরে ১৫৯৭ শকেতেই দিহিঙ্গিয়া কোঞরকে রাজ্যাভিষিক্ত করিলেন। তিনিও আপন মন্ত্রী বুড়াগোহাঞির স্বাতন্ত্র্য দেখিয়া বধোদ্যত হইলেন তৎপ্রযুক্ত ১৫৯৮ শকে ঐ গোহাঞি গুয়াহাটী আসিয়া সৈন্য সমেত গিয়া রাজাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া চক্ষুরুৎপাটন করিলেক। তাঁহার রাজত্ব ১৷৩ এক বৎসর তিন মাস।

পরে পর্ব্বতীয় কোঞরকে রাজ্যাভিষিক্ত করিলেন তাঁহারও ১৷। বৎসর রাজত্ব করণানন্তর মন্ত্রিসকলে কলহ করিয়া ১৬০১ শকে তাঁহাকে নষ্ট করিল।

পরেচামগুরিয়া লরাগোহাঞিকে রাজা করিল তিনি সকলের উপর দৌরাত্ম্য করিতে লাগিলেন তাহাতে তাঁহাকে উহ্বালিচেপি অর্থাৎ পাটরজ্জু দ্বারা গলদেশ বদ্ধ করিয়া নিঃশেষ করণানন্তর কুর খুজিয়া বুঢা রাজাকে রাজা করিলেক। ১৬০৩ শকে ঐ রাজা সিঙ্গরিঘর পাটঘর উঠা অর্থাৎ উঁহাদের মতানুসারে আসুরিক অভিষিক্ত হইয়া গদাধর সিংহ নামে খ্যাত হইলেন লরা রাজার রাজত্ব ২ বৎসর।

ঐ গদাধর সিংহ অতিপ্রধান রাজা হইলেন তাঁহার অধিকারাবধি স্থিররাজত্ব হইল। এবং সৌমার ও কামপীঠ অকণ্টক করিয়া উপভোগ করিতে লাগিলেন। ১৬০৪ শকে কামরূপ স্বচ্ছন্দে শাসন করিয়া বরপুখান নিবৃত্তি করিয়া কামরূপাধিকারিত্ব বড় ফুকনের প্রতি অর্পণ করিলেন তদবধি আসামের দুই বিচারস্থান গুয়াহাটী ও গড়গ্রাম সৌমারেশ্বরের স্বাধীন হইয়া এইরূপ

গড় গ্রামের পরিবর্ত্তে রঙ্গপুর জোড়াহাট প্রভৃতি হইয়াছে ঐ রাজা নির্ব্বিঘ্নে প্রজাপালন করণানন্তর ১৬১৭ শকের ফাল্গুনের ১৩ তারিখে স্বর্গগামী হন তাঁহার রাজত্ব ১৪ বৎসর ৬ মাস।

পরে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র রুদ্রসিংহ রাজা হইলেন কনিষ্ঠ পুত্রের বৃত্তান্ত পরে লিখিব। ঐ রাজা সিংহাসনোপবিষ্ট হইয়া প্রজা প্রতি পালন করিতে লাগিলেন। এবং জয়ন্তীপুর গড় গ্রামাধিপতির চিরকালীন সৌহার্দ্দ ইত্যাদি রূপ পত্র জয়ন্তীপুরের রাজা লেখাতে ও অন্যং স্থানহইতে ও আপন নগরকে গড়গ্রাম অর্থাৎ গ্রামোপাধি দেওয়াতে সেনগর পরিত্যাগ করিয়া রঙ্গপুর নামে উত্তম নগর করিয়া সেস্থান রাজধানী করিলেন। এবং জয়সাগর নামক বৃহৎ সরোবর ১৬৯০ শকে খুদিলেন ১৬২৯ শকে কচারির রাজার সাহায্য কারণ জয়ন্তীপুরের রাজার সহিত যুদ্ধ করিলেন তাহার বৃত্তান্ত কচারির রাজার পস্তাবে লিখিয়াছি। ঐ রঙ্গপুর নগর তদবধি

১৭০৯ শকপর্য্যন্ত আসামের মধ্যে অতিপ্রধান ও মনোরম স্থান ছিল। ইংলণ্ডীয়েরা ব্রহ্মদেশীয়ের নিকট ঐ দুর্গহইতে নিরাকরণ করিয়া আয়ত্ত করিয়াছে এবং ইংলণ্ডীয়েরদিগের ও ১৭৫০শক পর্য্যন্ত ঐ স্থান রাজধানী ছিল কিন্তু তাহার নিকটবর্ত্তি স্থানে অরণ্যের বাহুল্যপ্রযুক্ত ইংলণ্ডীয়েরা সেস্থান পরিত্যাগ করিয়া জোড়হাট রাজধানী করিয়াছেন।

ব্রহ্মসিংহ রাজা অবধি ইন্দ্রবংশীয়েরদিগের পর্ব্বতীয় স্বভাব দূর হইয়া নাগরিক স্বভাব হইল ঐ রাজা আপন সভার অতি পরিপাটী করিলেন। এবং বঙ্গদেশ ও হিন্দুস্থান প্রভৃতি নানাদেশে লোক প্রেরণ করিয়া নৃত্য গীত বাদ্য ও অন্যং তত্তদ্দেশীয় উৎকৃষ্ট দ্রব্য আনাইলেন তদবধি আসামে নৃত্যগীতের প্রচার হইল এবং সোনার ও কামপীঠস্থিত দেবালয়ে তত্তৎ কালোক্তপূজার পরিপাটী হইল। ঐ রাজা মহাপ্রতাপী হইয়া আরো অনেকং প্রধান কর্ম্ম

করিয়াছিলেন সে সকল লেখা বাহুল্য।

তিনি এইরূপে সৌমার ও কামপীঠ নিষ্কণ্টকে ভোগ করিয়া ১৬৩৬ শকের ১৩ ভাদ্র গুয়াহাটী নগরে লোকান্তর গমন করিলেন তাঁহার মরণের স্থানে অদ্যাপিও রুদ্রেশ্বর নামক শিবলিঙ্গ স্থাপিত আছে তন্মরণানন্তর তাঁহার ৪ চারি পুত্র ক্রমে রাজা হন তাহার বিবরণ লিখি।

রুদ্রসিংহ রাজার মরণানন্তর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শিবসিংহ রাজা হইলেন তিনি নামডাঙ্গনামক স্থানে গৌরীসাগরাখ্য বৃহৎ সরোবর খনন করিলেন তৎকালীন প্রাগ্‌জ্যোতিঃপুরের প্রধান কার্য্য কারক দুবরা বংশোদ্ভব বুঢ়াবড়ফুকন্ ও তদাত্মজ বহিখোয়া তরুণ দুবরা বৃহৎফুকন্ ইহাঁরা দুই পিতা পুত্রে ঐ শিবসিংহ নৃপাজ্ঞানুসারে কামাখ্যা অশ্বক্রান্ত উমানান্দ প্রভৃতি দেবালয়ের পরিপাটী রূপে মণ্ডপাদি রচনা করিয়া দেন প্রাগ্‌জ্যোতিঃ পুরাধিপতির দিগের মধ্যে এই দুইজনহইতে

প্রধান কর্ম্মী আর কেহ হইতে পারেন নাই অদ্যাপিও তাঁহারদিগের ঐ সকল কীর্ত্তি মূর্ত্তি মতী আছে। অপর ঐ শিবসিংহ রাজা দেশান্তর হইতে অনেকং উৎকৃষ্ট দ্রব্য আনয়ন করেন।

আর জেলা নবদ্বীপান্তর্গত গিলা গ্রামহইতে কৃষ্ণরাম ন্যায়বাগীশকে আনিয়া শাক্তমন্ত্র গ্রহণ করেন তদবধি রাজগৃহে দুর্গোৎসব ও চণ্ডীপাঠ ও বলিদানাদির প্রচার হইল ঐ কৃষ্ণরাম ন্যায় বাগীশ মহাপণ্ডিত ছিলেন তিনি সমুদায় দেবা লয়ের পূজার নিরূপণ করেন অর্থাৎ যোগিনীতন্ত্র ও কালিকাপুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থহইতে পূজা ও ধ্যান ও স্তব কবচাদি উদ্ধার করিয়া প্রত্যেক দেব তার এক এক পদ্ধতি করিয়া দেন এবং পঞ্চে২ অর্থাৎ সৌর গাণপত্য শৈব শাক্ত বৈষ্ণব দেবা লয়ে২ তত্তৎ পঞ্চোক্ত নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়ার বিধান প্রস্তুত করিয়া প্রচার করেন এবং ঐ সকল দেবালয়ের ব্রাহ্মণেরদিগকে তত্তৎপক্ষীয় দেব তার মন্ত্র গ্রহণের রীতি প্রবর্ত্তান বাস্তবিক তদবধি

তন্ত্রশাস্ত্রানুসারে পূজা ও রাঘুনন্দিনী স্মৃতির ব্যবহার প্রচলিত হয় তাহা তিনি কামাখ্যা দেবা লয়ে দুর্গার্চ্চামণিমঞ্জরী নামে দুর্গোৎসবের এক টি সংগ্রহ করিয়া দেন একথা বিধি প্রায় অন্য স্থানে দৃষ্ট হয়না, যে হেতুক আমাদের দাক্ষিণাত্য বিবরানুসারে শৌচাভিসার বৈবত প্রভৃতি অনেক বিশেষ বিধান আছে

অপর অনেক ভদ্রলোক তাঁহার নিকট তন্ত্রশাস্ত্রা নুসারে মন্ত্রগ্রহণ করিলেন অদ্যাপিও আসাম দেশীয় অনেক ভদ্রলোক তদ্বংশীয়ের শিষ্য। ঐ রাজা তাঁহাকে অনেক ব্রহ্মত্র ভূমি মৃত্তিকা ও মনুষ্য দিয়াছেন। সে সকল অদ্যাপিও বর্ত্ত মান আছে। আর ঐ ভট্টাচার্য্য প্রথমতঃ আসিয়া নীলাচল পর্ব্বতে বাস করিয়াছিলেন অদ্যাপিও সেইস্থানেই তাঁহারদের বাস আছে এনিমিত্ত তাঁহা রা পর্ব্বতীয় গোস্বামি নামে খ্যাত অপর ঐ রাজা কোনং স্থলের দেবালয় সকলেতে দেবত্র মৃত্তিকা মনুষ্য ভোগ পূজা সকলের নিবন্ধ করাপূর্ব্বক তৎ-

প্রমাণসূচক তাম্রপত্র করিয়া দেন অদ্যাপি ঐ সকল সুন্দররূপে দৃঢ় আছে ।

আর ফুলেশ্বরী নাম্নী এক জন সাধারণ লোকের কন্যা ভুবনমোহিনী সুন্দরী রাজগৃহের দাসী ছিল দৈবাৎ তাহার রূপলাবণ্যেরদ্বারা রাজা বশীভূত হইয়া প্রধানা মহিষীকরিলেনক্রমেঐফুলেশ্বরী সুচতুরত্বপ্রযুক্ত সমুদায়কে আজ্ঞাধীন করিয়া মহিষী নামপরিত্যাগপূর্ব্বকবড়রাজা নামে খ্যাতাহইলেন তাঁহারসহিত রাজার আত্যন্তিক প্রীতি জন্মিল। আর ঐ মহিষীর মুদ্রারএমনি গুণ যে রাজা স্বর্ণ রূপ্য মুদ্রাতেও তাঁহারনামসংযুক্ত করিয়া প্রচলিতকরাইলেন তাহারপাঠ শ্রীশ্রী স্বর্গদেব শিবসিংহ নৃপতদ্বল্লভ শ্রীশ্রীফুলেশ্বরী দেবীনা এবং তাঁহারস্বীয় নামেতেও পৃথক মুদ্রা নির্ম্মাণ করাইলেন তাহার পাঠ শ্রীশ্রী শিবসিংহ নৃপমহিষী শ্রীশ্রী ফুলেশ্বরী দেব্যাঃ । তাঁহার নাম প্রমথেশ্বরীও ছিল । ঐ মহিষী নিঃসন্তানা ছিলেন কিন্তু শেষে মৃত পুত্র একটী প্রসব করিয়া মৃতা হইলেন । পরে

রাজা তাঁহার ভগিনীকে মহিষী করিয়া সর্ব্বেশ্বরী নামেখ্যাতাকরিলেন। তদ্বরণান্তে সলালবড় গাহাঞির দুহিতৃ কালুগঞাবড়পাত্রের যৈনিয়েক্অর্থাৎ স্ত্রীকে আনিয়া রাণী করিয়া শ্রীমদম্বিকা নামে খ্যাতা করিলেন। ঐদুই নামেতেও পূর্ব্বোক্ত রূপে মুদ্রা চলিত আছে যথা শ্রীশ্রীস্বর্গ দেব শিবসিংহ নৃপমহিষী শ্রীমদম্বিকাদেব্যাঃ। শ্রীশ্রী সর্ব্বেশ্বরী দেব্যাঃ। ১৬৬৬ শকে ৮ আগ্রহায়ণে ঐ রাজা মৃত্যু প্রাপ্ত হইলেন তাঁহরার রাজত্ব। ৩০ বৎসর ২৮ দিন।

তদনন্তরতাঁহার দ্বিতীয়ভ্রাতাপ্রমত্তসিংহসিংহাসনোপবিষ্ট হইলেন রাজা প্রমত্তসিংহ অভিষিক্ত হইয়া প্রমত্ত সিংহের ন্যায় প্রতাপান্বিত হইয়া সম্যক্ রূপে প্রজা প্রতিপালন করিতেলাগিলেন। এবংঐ রাজা কামরূপপিয়াল অর্থাৎজরিব করিলেন কিন্তু রাজস্বের নির্দ্ধারিত করিতে পারিলেননা পরে ১৬৭৮ শকে কামরূপ ২৬ পরগণা পৃথক২দাখিলখারিজ করিয়া রাজস্বের স্থৈর্য্য করাগেল। ঐস

ঐ কাগজকে পেড়াকাকত কহে যদ্যপি ঐ পেড়া-
কাকতে লোকের যেপর্য্যন্ত প্রত্যয় হয় এমত প্রায়
সাক্ষিদ্বারা কিম্বা লিখিত পত্রদ্বারা গ্রাহ্য হয় না
পেড়াকাকত কহিবে দেববাণীর ন্যায় মান্য করে
এইক্ষণ ইঙ্গরেজীয়াধীন হওয়াতেও ঐ কাগজ
অধিক উপকারক হইয়াছে। জমা জমী রাজের
বিষয় ঐ কাগজদ্বারা নির্দ্ধারিত হইতেছে, ইংলু
ণ্ডীয়েরাও ঐ কাগজকে প্রামাণ্য রূপে গ্রাহ্য
করেন বরং আদালতের তাবৎ মোকদ্দমা প্রায়
তদ্বারাই শেষ হইতেছে উভয় বিবাদী পেড়াকা-
কতের লিখিত কথায় অন্যথা করিতে পারে না।
ঐ প্রমত্ত সিংহ রাজা বৃদ্ধ ছিলেন অতএব
১৬৭৩ শকের ৩ আশ্বিনে লোকান্তরে গমন
করিলেন তাঁহার রাজত্ব ৮ বৎসর।

পরে তৎকনিষ্ঠ রাজা রাজেশ্বর সিংহ সিংহা-
সনোপবিষ্ট হইলেন তিনি যুবা সাহসিক ও
বিচক্ষণ ছিলেন। দুই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পুত্র ও পৌত্র
প্রভৃতি বান্ধবগণ বেষ্টিত হইয়া পরমসুখে রাজ্য

ভোগ করিতে লাগিলেন। তৎকালে রঙ্গপুর নগর ধনধান্য রাজলক্ষ্মীতে পরিপূর্ণ হইল। সতত রাগ রঙ্গ নৃত্য গীত মৃগয়া করিয়া অকুতোভয় হইয়া কাল যাপন করিলেন আরো তিনি পারসী ও নাগরী বাঙ্গলা আহোম এইকএক প্রকার অক্ষরে মুদ্রানির্ম্মিত করিয়া প্রচলিত করাইলেন এবং ঘোর যটা পূ[illegible] মণিপুরের রাজার কন্যার পাণি গ্রহণ করিয়া ছিলেন তদবধি আসাম রাজার সহিত মণিপুরের রাজার আত্যন্তিক সৌহার্দ্দ হইল।

ঐরাজা পর্ব্বতীয়গোসাঞিঁর শিষ্য হইয়া ত ন্ত্রানুসারে পূজক হইলেন এবং কুমারী ভোজনাদি শাক্তের কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিতেন অপর তিনি প্রাগ্জ্যোতিঃপুর প্রবেশ করণানন্তর৺কামাখ্যাদেবীকে দর্শন করিয়া অনেক২ স্বর্ণ রজত পাত্র অলঙ্কার প্রভৃতি দিলেন। তাঁহার প্রধান মন্ত্রী বকতিয়াল বড়বড়ুয়া ছিলেন কিন্তুএমত কথিতআছেযে এম ন্ত্রী গোপনীয়রূপে ঔষধের সঙ্গে বিষপ্রদান করি য়া রাজাকে লোকান্তরে বিদায় করেন। এইরূপে

১৬৯১ শকে তিনি পরলোকগামী হইলেন
তাঁহার রাজত্ব ১৮ বৎসর।

তন্নিধনান্তে রাজত্বের কারণ কিঞ্চিৎ বিরোধ
হইয়াছিল তাহার হেতু এই যে ঐ রাজেশ্বর সিং
হের প্রধান কুমার বড়জনাগোহাঞি দেওছিলেন
তদর্থে তিনি রাজা হইবেন এমত শঙ্কা
করিয়া বর্কতিয়াল বড়বড়ুয়া ফক্কিকা [illegible] শয়ন
করিতে পাঠাইলেন। রাজার পঞ্চত্বানন্তর ঐ
শবকে বস্ত্রাবৃত করিয়া প্রকাশ করিল যে
স্বর্গদেব শয়ন করিয়াছেন তৎকালে হঠাৎ রাজার
কনিষ্ঠ ভ্রাতা লক্ষ্মীসিংহকে আনিয়া সিংহাসনে
স্থাপন করিলেক। পরে রাজপুত্র জ্ঞানসিদ্ধ হইয়া
অনেক যত্ন করিলেন কিন্তু তাঁহার সে সকল
উদ্যোগ নিদ্রার সঙ্গেই মহানিদ্রাপ্রাপ্ত হইল।
লক্ষ্মীসিংহ রাজা হইয়া রাজ্য প্রতিপালন
করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার অধিকারে
অনেক উপপ্লব ও রাজবিগ্রহ জন্মিল তাহার
কারণএই যে ঐ বর্কতিয়াল বড়বড়ুয়ার মন্ত্রণাক্রমে

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার আত্মজ সকলকে নাসিকা ও কর্ণ ছেদন ও চক্ষুরুৎপাটন করিয়া নগর বহিষ্কৃত করিয়াছিলেন। তাঁহারাই স্থানেং গিয়া বিপক্ষ পক্ষপাতী হইয়া উপদ্রব করিতে লাগিলেন তাহার কিঞ্চিৎ লিখিতেছি। পূর্ব্বে ছুকাফা রাজা আসামে আসিয়া থামিথুনামরায়ের কন্যা বিবাহ করিয়া বশীভূত করিয়াছিলেন এমত লিখিয়াছি ঐ সন্তান লোককে পরে দেশ নির্ব্বন্ধ করাকালে বুটা রাজার অধিকারে হাতিছুস্বী কর্ম্মে নিযুক্ত করিলেন অর্থাৎ হস্তির ঘাস ছেদন নিমিত্ত নিয়োজন করিলেন তদবধি তাহারা বিমনা ছিল পরে লক্ষ্মীসিংহ রাজার মন্ত্রী ঐ বকতিয়াল বড়বড়ুয়া খোরামরান নামক এক ব্যক্তিকে নিরর্থক দণ্ড করাতে সে গিয়া অরিমত্ত রাজার গড়েতে প্রাপ্ত এক পুস্তকানুসারে আসুরিক পূজা করিয়া তাহার স্ত্রীরাধার দেওজকাই অর্থাৎ দেবতা আবির্ভাব করাইয়া ঐ স্ত্রীকে

রাধারুক্মিণী নামে প্রসিদ্ধা করিয়া সকল মরান জাতীয় একত্র হইয়া রাজা রুদ্রসিংহের এক পুত্র রত্নপাহাড়িদেও নামে যিনি ভ্রাতৃগণ কর্ত্তৃক বহিষ্কৃত হইয়াছিলেন তাঁহাকে সম্মুখে করিয়া রাজত্ব দিব এমত আশ্বাস দিয়া সকল স্বাধীন কর্ম্মকর্ত্তার রাজা লক্ষীসিংহকে সিংহাসন চ্যুত করিয়া ঐ খোয়ার পুত্র রমাকান্ত নামককে রাজাসনে উপবিষ্ট করাইলেক। কিছুকাল পরে দেশস্থ লোক বিরক্ত হইয়া তাহারদিগকে নিরাকরণ করিয়া ১৬৯২ শকে পুনর্ব্বার লক্ষী সিংহকে সিংহাসনোপবিষ্ট করাইয়া সেবা করিলেক। তিনি রাজত্ব করিয়া ১৭০২ শকের ৩০ পৌষে মৃত্যুপ্রাপ্ত হন তাঁহার রাজত্ব। ১১ বৎসর। ৭ মাস ২০ দিন। ঐ লক্ষীসিংহ রাজা পর্ব্বতীয় গোসাঞির শিষ্য ছিলেন না কিন্তু রমানন্দাচার্য্য নামক এক আসামদেশীয় পণ্ডিতের শিষ্য ছিলেন তিনি রাজা হইবাতে পর্ব্বতীয় গোসাঞির সম্ভ্রমের ন্যূনতা হইয়া ঐ আচার্য্য রাজগুরুরূপে প্রসিদ্ধ

হইয়া বর্দ্ধিষ্ণু হইলেন। তদবধি তদ্বংশীয়েরা রাজগুরুত্বরূপে খ্যাত হইলেন। লক্ষ্মীসিংহ রাজা বর্ত্তমান থাকিতে স্বপুত্র গৌরীনাথ সিংহকে শাস্ত্রানুসারে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া যুবরাজ নামে খ্যাত করিলেন। পিতার মরণান্তে ঐ যুবরাজ রাজা হইলেন।

ঐ গৌরীনাথ সিংহ রাজা আপন পিতার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া হিন্দুশাস্ত্রানুসারে অতিশয় ঘটা পূর্ব্বক করিলেন তিনি অত্যুগ্র স্বভাব ও দানশীল ছিলেন। এবং তাঁহার অধিকারে অধিক উপদ্রব ঘটিল ১৭০৯ শকের মাঘমাসে পূর্ব্বোক্ত মরান লোক পুনর্ব্বার সংগ্রাম করিয়া রঙ্গপুর নগর আক্রমণ করিয়া রঙ্গপুরে ভরথিমরাননামক ব্যক্তিকে রাজাসনে নিবিষ্ট করাইলেক এবং বেঙ্গমারানামক স্থানে তাহারদেরি এক জন সর্ব্বানন্দ নামে রাজা হইলেন। এবং কৃষ্ণপাদপরায়ণ ভগদত্ত কুলোদ্ভব ভরত সিংহ নৃপস্য, সর্ব্বানন্দসিংহ নৃপস্য এই

কপ মান মুদ্রা প্রচলিত করিলেন। এই ক্ষণেও ঐ ময়মনের গোঁসাই দিবঙ্গ নদী অবধি পরগণের হাবি দারে খ্যাত হইতেছে আছে কিন্তু তাহারা ইংরাজদের অধীনতা সুন্দরবনতে স্বীকার করিয়াছে। ঐ রাজা গৌরিনাথ সিংহ পলায়ন পরায়ণ হইয়া নগাঞ্চ গুয়াহাটী পর্য্যন্ত গমন করেন এবং শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের সহায়তা মাগেন কলাতে কাপ্তান ওয়ালিস সাহেবকে সৈন্যে প্রেরণ করিয়া বিপক্ষ বিগ্নরগুরুকে মারিয়া রাজ্যে স্থাপন করিলেন। ঐ উপদ্রবে এতদ্দেশীয় অসংখ্য লোক নষ্ট হইল তদবধি আসামরাজ্য জনশূন্য অরণ্যপ্রায় হইয়াছে। এবং রাজাও দুর্ব্বল নির্ধন হইলেন। গৌরীনাথসিংহ রাজা রঙ্গপুরে গিয়া তথাকার প্রাকার বৃহৎ কিন্তু সৈন্যের ন্যূনতাপ্রযুক্ত বাস করিতে অসমর্থ হইয়া তাঁহার প্রধান মন্ত্রী পূর্ণানন্দ বুড়া গোহাঞির মন্ত্রণাক্রমে দিকৈ নদীর তীরে জোড়হাটনামক স্থানে বাস করিলেন। সে স্থানে কতিপয় বৎসর

বাস করিয়া ১৭১৭ শকের শ্রাবণ মাসে রক্তপিত্ত রোগগ্রস্ত হইয়া শমন ভবন গমন করেন। তাঁহার রাজত্ব ১৫ বৎসর। ঐ রাজা অপুত্রক ছিলেন এক্ষণে তাঁহার প্রধান মন্ত্রী বুঢ়াগোহাঞি কমলেশ্বর সিংহকে সিংহাসনে স্থাপিত করিলেন। এইক্ষণে ঐকমলেশ্বর সিংহের বিবরণ স্থূল রূপে লিখিব।

রাজা গদাধর সিংহের দুই পুত্র ছিলেন জ্যেষ্ঠ রুদ্রসিংহ রাজা হইলেন এমত পূর্ব্বে লিখিয়াছি ঐ রাজার যে কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন তাঁহার সঙ্গে পরস্পর আত্যন্তিকীপ্রীতি ছিল তাহাতেঅমাত্যেরা সতত সতর্ক থাকিত অতএব উভয়ের বিদ্বেষ জন্মানের নিমিত্তে চেষ্টিত হইয়া দমনক করটক কর্ত্তৃক যেরূপ সিংহ বৃষভের সুহৃদ্ভেদ হইয়া ছিল তদ্রূপ খলবৃত্তি আরম্ভ করিয়া উভয়ের বিদ্বেষ জন্মাইল অর্থাৎ রাজাকে কহিল যে ভ্রাতা সিংহাসনাক্রমণে উদ্যোগী হইয়াছেন ভ্রাতাকে কহিল যে রাজা তোমাকে নষ্ট করিবেন

অগত্যা পিশান জন দুর্ব্বাক্য হইনদ্বারা হৃদি বন্ধু
দিত প্রীতিবল্লী ছেদা হইল।

তৎপ্রযুক্ত ভ্রাতাকে নগরহইতে দূর করিয়া রাজকন্যরাজনান্দ স্থানে বিদায় দিলেন। কতিদিনান্তে রাজার অজ্ঞাতকল্পেই তাঁহার চক্ষুরুৎপাটন করিলেক। তাঁহার পৌত্র দিবলা খোয়াজিম্‌নামক এক জন খোরাসানিয়ার যুদ্ধ কালে পূর্ব্বোক্ত প্রধান মন্ত্রির সহিত ছিলেন তৎপ্রযুক্ত ঐ দিবলা খোহা বিগ্র পুত্র কনকেশ্বর সিংহকে আনিয়া রাজ্যাভি ষিক্ত করিলেন কিন্তু সর্ব্বপ্রধান্য ঐ মন্ত্রিরই হইল এবং ঐ বৃদ্ধ খোহাজি অতিবিচক্ষণ নীতিজ্ঞ ছিলেন তিনি ভগ্নদেশে অতি যত্নপূর্ব্বক পুনর্ব্ব সতি করার নিমিত্ত চেষ্টিত হইলেন তৎকালে প্রজাগণের অতিসুখ হইল তিনি ইংলণ্ডীয়পরিচ্ছদ পরিধান করাইয়া কতক সৈন্য সংগ্রহ করিলেন এবং পাশ্চাত্য সেনাপতি বেতনদ্বারা অনেক রাখিলেন। অপর ঐমন্ত্রী যে সকল মোকদ্দ মার বিচার করিয়া নিষ্পত্তি পত্র দিয়াছেন অথবা

কোন বিষয় যে কোন নিদর্শন পত্র দিয়াছেন তাহা ইংলণ্ডীয়েরা উচ্ছেদ করেন নাই বরং অধিক রূপে মান্য করেন ঐ রাজা কমলেশ্বর সিংহ ১৭৩২ শকের মাঘ মাসে মৃত্যু প্রাপ্তহন তাঁহার রাজত্ব ১৫ বৎসর।

কমলেশ্বর সিংহের মরণান্তে তদ্ভ্রাতা শ্রীযুত রাজা চন্দ্রকান্ত সিংহ ঐ মন্ত্রিকর্তৃক রাজাসনে স্থাপিত হইলেন এই পর্য্যন্ত ইন্দ্রবংশীয়ের রাজত্ব সমাপন হইল বিনাশকালে বিপরীত বুদ্ধিঃ অতএব যেরূপ বিপরীত বুদ্ধি হইয়া নষ্ট হইলেন তাহা সংক্ষেপে লিখিতেছি।

ঐরাজা শ্রীযুত চন্দ্রকান্ত সিংহ মুষলাগ্রীয় বুদ্ধি বশিষ্ট ও নীচনিরত ও অল্পবয়স্কতা প্রযুক্ত কতক গুলি সামান্য লোকের সহিত সতত আলাপকরিতে লাগিলেন পূর্ব্বোক্ত বুদ্ধিমত্তা প্রযুক্ত যে যাহা কহে তাহাই ভদ্রাভদ্র বিবেচনা না করিয়া গ্রহণ করেন অতএব নীচ লোকেরা এইমত প্রবৃত্তি

ভাবরাইতে লাগিল যে যতক্ষ নাহইবে কিরূপ মহা পদ রাজ্য হইতে পারে অতএব ঐ বুঢ়া গোহাঞিকে বধ না করিলে স্বাতন্ত্র্য হয় না এমত স্থির করিয়া ১৭৩৬ শকে ভুতরপুত্রেক প্রভৃতি কতক লোক সমেত ঐ মাওর বাবাদের প্রাণ বধিলেন। কিন্তু কুনাগোহাঞি এই শ্রবণে ক্রুদ্ধ হইয়া কুলক্ষণাকারিবৃন্দিগের শ্রবণ ও মস্তক উৎপাটিনকরিয়া প্রাণান্ত দণ্ড করিয়া যথাযোগ্য শাস্তি দিলেন তদবধি রাজার ও মাওর আত্মিক প্রধান বিরোধ উপস্থিত হইল। প্রথমতঃ ঐ রাজার ভগিনীকে মন্ত্রির পুত্রের সহিত বিবাহ দিয়াছিল তাহাতে উভয়েই কুকর্ম্ম নিরত হওয়াতে পরস্পর কলহ হইল তাহাতে মন্ত্রিপুত্র রাজভগিনীকে তাড়না করিয়া পিত্রালয়ার পান উপরোধ করিলে কহিল শাস্তি প্রদান করাতে তিনি [illegible] আকিঞ্চন। সুতরাং ভাবী ও ভগিনির কথাক্রমে প্রায় কর্ম্ম ক্রমেণ সুতরাং শ্রীবৃদ্ধিঃ প্রণয়ঙ্করী হইল বিশেষতঃ

ঐ রাগজন্য জননী ভগিনী দুই জনেই সতত বিবাদ বহ্নির চেষ্টিতা হইল অতএব একর্ম বিরোধের অতিশয় পুষ্টিকারক হইল তদবধি মধ্যে২ ক্ষুদ্র বিরোধ উপস্থিত হইতে লাগিল সে সকল লিখনানাবশ্যকতা। কিন্তু ঐ সকল ক্ষুদ্র বিরোধেই মহানর্থের হেতু হইল যেহেতু

স্বল্পানামপিজন্তূনাং সহতিঃ কার্য্যসাধিকা।
তৃণগুণত্বমাপন্নৈর্ধ্যতেঽপি হিদন্তিনঃ।

ফলিতার্থ রাজপক্ষপাতি লোককে মন্ত্রী নষ্ট করেন তৎপক্ষপাতিকে রাজা নষ্ট করেন।

পরে দ্বারানুয়াদধিরজনীকর সেনাপতি বড়ফুককনাত্মজ বদনচন্দ্র বড়ফুককন যিনি প্রাগ্‌জ্যোতিঃপুরাধিপত্যে নিযুক্ত ছিলেন তিনি রাজপক্ষপাতি লোক এমত শঙ্কিতচিত্ত হইয়া তদ্ধর পার্থে পর্ব্বতীয় ফুককন নামক একজন বুঢ়াগোহাঞি কর্ত্তৃক প্রেরিত হইল। কিন্তু ফুকন ঐ সমাচার পূর্ব্বেই শ্রুতমাত্র ১৭৩৭ শকে পলায়নপরায়ণ হইয়া প্রাণ বাঁচাইয়া তৎপ্রত্যপকার দানে চেষ্টিত

হইলেন। বুঢ়াগোহাঞি পুনশ্চ তত্বরণার্থে অনেক চেষ্টা করিলেন কিন্তু সে সকল বিফল হইল।

ঐ বড়ফুকন প্রথম মুরশিদাবাদ গিয়া জগৎ শেঠের শরণাপন্ন হইয়া তাঁহার সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া কলিকাতা গেলেন। সে স্থানে আত্ম কর্ম্ম সিদ্ধির কোন লক্ষণ না দেখিয়া শ্রীহট্টের পথে ব্রহ্ম দেশে গিয়া আপনার শত্রু হইতে মন্ত্রিকে নষ্ট করার জন্য তথাকার রাজার নিকট সহায়তা যাচ্ঞা করিলেন। ব্রহ্ম রাজা তাহা স্বীকার করিয়া কতক সৈন্যসমেত ফুকনকে আসামে প্রেরণ করিলেন তিনি ব্রহ্মরাজদত্ত সৈন্যসমভিব্যাহারে আসামে পহুছিয়া জয়পুর প্রভৃতি স্থানে আক্রমণ করিলেন। তৎকালীন বুঢ়াগোহাঞি পীড়িত ছিলেন তৎপুত্র যুদ্ধে যায় সমনায়ক হইয়া এক সেনাপতি নিযুক্ত করিলেন। ইহাদের নির্দ্দিষ্ট কপালি, শুণ হয় না অর্থাৎ সেই পুরুষ হইতেই মৃত্যুগ্রাসে হয় তাহাতেই সকল উদ্যোগ বিফল হইল। রাজা চন্দ্রকান্ত সিংহ সকললোকের

অনুরোধ রক্ষার্থে তৎপদে তৎপুত্র রুচিনাথকে নিযুক্ত করিয়া মৌখিকী প্রীতি প্রকাশ করিলেন

বুহ্মদেশীয়ের সহিত একবার যুদ্ধ হইল ঐ ফুক্কন অগ্রসর হইয়া কহিলেন যে তোমরা যে রাজার আজ্ঞাতে আসিয়াছ আমিও তদাজ্ঞানুসারে আসিয়াছি এমত শুনিয়া সৈন্যেরা যুদ্ধ ত্যাগ করাতে তিনি অপ্রয়াসে জোড়হাট নামক স্থান আক্রমণ করিলেন। বুঢ়া গোহাঞি পলাইয়া গুয়াহাটী যাইলেন ঐ ফুক্কন রাজার সহিত সাক্ষাৎ করাতে রাজা তাঁহাকে মন্ত্র বড়ফুক্কন নামে খ্যাত করিলেন। এবং তদ্বংশীয় এক কন্যাকে বহ্মরাজার নিমিত্তে প্রদান করিয়া অনেক অনেক ধনাদিদ্বারা বুহ্মদেশীয়ের দিগকে পরিতুষ্ট করিয়া বিদায় করিলেন ঐ মন্ত্রী বড় ফুক্কন গুয়াহাটী আক্রমণ র্নিমিত্ত উদ্যগ হইলেন।

ঐ গুয়াহাটী স্থানে বুঢ়া গোহাঞির পুত্রেরা আসিয়া রাজা রাজেশ্বর সিংহের পুত্র বড়নুরা গোহাঞির ও পুত্র ব্রজনাথ কমারকে জেলা বন্ধ

পুরের অন্তঃপাতি জিনমারিংহাতে পৌঁছাই-
ইয়া যুদ্ধোদ্যোগী হইল। তৎশ্রবণে মন্ত্রির
তনদী এই পরামর্শ [illegible] গোহাঞির
পুত্রেরা বৈরী, অতএব তাহাকে নষ্ট করিতে
বিলম্ব অনুচিত হইবেক, এমত কুমন্ত্রণা করিয়া ঐ
যুবকেরকে ছলে করিয়া নষ্ট করাইলেন। কিন্তু এ
সকল কেবল আত্মরক্ষার বীজ মাত্র হইল। ঐ
হেতুক, ভাগ্যে যা ছিল তাহা অন্যথা করা যাইতে পারি-
লা, শেষ তাহাই হইল।

বৃদ্ধ গোহাঞির পুত্রেরা যুদ্ধে জয়ী হইয়া
জোড়হাট আক্রমণ করিবাতে রাজা সেই দিন
হইতে রঙ্গপুর নগর আশ্রয় করিয়া থাকিলেন।
তৎকালে ঐ গোহাঞির চতুর্থ পুত্র [illegible]
কুমার রঙ্গপুরে রাজনিকটে গিয়া [illegible]
[illegible] নিষ্কণ্টক [illegible]
[illegible] করিয়া [illegible] করিলেন।
পরে ঐ [illegible] পুরন্দর
[illegible]

আবশ্যকত্ব এই যে অঙ্গহীন ব্যক্তি রাজ যোগ্য হয়না। ।

পরেব্রহ্ম রাজা তৎশ্রবণে ক্রুদ্ধ হইয়া পুনর্ব্বার সৈন্য প্রেরণ করিয়া ১৭৪০ শকে রাজা চন্দ্রকান্তসিংহকে রাজাসনেস্থাপিত করিলেন পুরন্দরসিংহ কলিকাতায় গিয়া শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের স্থানে সহায়তা যাচঞা করিলেন। কিন্তু তাহা বিফল হওয়াতে তদ্দেশে ... কিত থাকিলেন।

রাজা চন্দ্রকান্ত সিংহ রাজত্ব করিতে লাগিলেন কিন্তু ব্রহ্মরাজার নিকট যে কন্যা প্রদান করিয়াছিলেন তিনি ব্রহ্মরাজবল্লভা হইয়া আপন ভ্রাতার রাজত্বের প্রার্থনা করিলেন। তাহাতে তিনি সম্মত হইয়া মিঙ্গীমাহাপাণ্ডুলা মিঙ্গীমাহা তেলিয়া প্রভৃতি সেনাপতি প্রেরণ করিয়া ১৭৪৩ শকে চন্দ্রকান্ত সিংহকেও নিরাকরণ করিয়া ঐ কন্যার ভ্রাতা যোগেশ্বর ... কে রাজা করিয়া ব্রহ্মদেশীয়েরা রাজ্য শাসন করিতে লাগিল পরে মণিপুর, হেড়ম্ব রাঙ্গুনপ্রভৃতি অঞ্চলে ইংলণ্ডীয়েরদের সহিত ব্রহ্মদেশীয়ের বিরোধ হওয়াতে ইংল-

রেরা ১৭৪৬ শকে আসামদেশ হইতে ব্রহ্মদেশী
য়েরদিগকে দূর করিয়া স্বাধীন করিলেন। তাহার
দিগের বিবরণ কলিকাতার সমাচার পত্রে সুন্দর
রূপে বিবৃত আছে এক্ষণে [illegible]
রঙ্গপুরের দুর্গ ইংলণ্ডীয়েরা আবৃত করিয়া যোগে
শ্বর সিংহকে জেনারল পার [illegible] উত্তর অঞ্চলের
যোগীঘোপা স্থানে রাখিলেন তিনি ১৭৪৭ শকের
কার্ত্তিক মাসে [illegible]টা রোগগ্রস্ত হইয়া পঞ্চত্ব
প্রাপ্ত হইলেন।

রাজা চন্দ্রকান্ত সিংহ সরকার হইতে প্রতি-
[illegible] ৩০০ শত তঙ্কা দ্বারা অন্নোপায় কল্পনা
করিয়া কলিয়াবর নামক স্থানে আছেন পুরন্দ-
র সিংহের হস্তে পূর্ব্ব রাজার সঞ্চিত ধন অ-
নেক আছে এমত সুন্দর ব্যক্ত হওয়াতে তাঁহাকে
সরকার হইতে কিছু দেওয়া যায় নাহি তিনি
[illegible] করত রাজা টী আছেন এই
পর্য্যন্ত রাজ বিবরণ সমাপন করিলাম. এইক্ষণে
রাজ সংগ্রহ অন্য ২ বিবরণ ক্রমে লিখিব। ইতি
প্রথম খণ্ড সমাপ্ত।